লেখাপড়ায় হাতেখড়ি

৩ থেকে ৭ বছরের শিশুদের
কী শেখাব কীভাবে শেখাব

তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপ

বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের পাঠ সংকলন

Lekhaporaay Haatekhari – Tritiyo O Chaturtha Dhap

By Sutanu Bhattacharya

Third (Revised) Edition November 2022
Second Edition: March 2020
First Edition, August 2018

© Sutanu Bhattacharya

Published by:
Sutanu Bhattacharya
63/114B Prince Anwar Shah Road
Rhineview Flat 5B, Kolkata 700045
Contact: (+91)9433064877/(+91) 9831943859
E-mail:sutnbh@gmail.com
Website: https://vidyacharcha.in

Printed by:
Biswajyoti Sarkar
S. R. Printers
62/A Baithakkhana Road, Kolkata 700009, India
Contact: (+91) 9830168575

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher and copyright owner.

NOT FOR SALE
This study material, developed at Phuldanga Bidyacharcha Kendra, Shyambati, Birbhum, West Bengal, is meant for free distribution for education and learning purposes. Care has been taken not to violet any existing copyright or intellectual property right. If any copyright is inadvertently infringed, please notify the publisher for corrective action.

এই বইটা কেন

আজকাল স্কুলশিক্ষার সরকারি নিয়ম—শিশুদের ৩+ বয়েস থেকে প্রাক্-প্রাথমিক, যাকে বলে নার্সারি, আর ৬+ বয়েসে প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণি। এই বয়েসের শিশুরা নিজেরাই বই পড়বে এমনটা নিশ্চয় আশা করা যায় না । অথচ, বাজারে মেলে নানা রঙের রঙীন ছবিতে ভরা, বড় বড় হরফে ছাপা মোটাসোটা বই, যা নাকি শিশুদের লেখাপড়ার পাঠ্য বই। এমনকি সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে দেওয়া প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণির পাঠ্য, 'আমার বই' হল ৫২৪ পৃষ্ঠার একটি বড় সাইজের বই! শিশুর পড়ার বইয়ের হরফ নাকি বড় হতে হয়—ছাপার প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বাজারে এটাই প্রচলিত। আসলে কিন্তু ঠিক উল্টো। পড়ার হরফ ছোটই চাই। শিশুচোখের দৃষ্টির মাপে স্বাভাবিক হরফই যথেষ্ট বড় দেখায়।

এই বইটার নামেই বলা আছে, নানান রঙচঙে ছবিতে শিশু-ভোলানো বই আদৌ এর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, লেখাপড়ার শুরুতে এই বয়েসের শিশু যেটুকু যেভাবে নিতে পারে সেটুকুই স্পষ্ট করে ধাপে ধাপে ভেঙে শেখানো। হাতেখড়ি থেকে শুরু করে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে বাংলা, অঙ্ক, ও ইংরেজি শেখার যা কিছু আছে, তা সবই এখানে দুটি ছোট পুস্তিকায় চারটি ধাপে দেওয়া আছে। অধিকন্তু, ইস্কুলের পাঠ্য বইয়ে নেই এমন কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়, যেমন আঙুলের কর গুনে সংখ্যার ছোটখাটো যোগ-বিয়োগ করা, ঠিকভাবে পেনসিল ধরা, টানা হাতে লেখা, ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ, ইত্যাদি রাখা আছে।

এক একটি ধাপ শেখাতে লাগবে মোটামুটিভাবে ছয় মাস। এই হিসাবে এই দুটি পুস্তিকা ধরে মোট দুই বছরে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রম শেখানো সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। যদিও এমন সময় সীমা বেঁধে সকল শিশুই যে শিখে ফেলবে তা আশা করা যায় না। কেউ একটু আগে, কেউ একটু পিছে ছুটবে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছবে সকলেই।

শিশু-চোখে দেখার ও শিশু-হাতে নাড়াচাড়ার উপযোগী, আকার আয়তনে ছোট পুস্তিকা হতে হবে—এই ভাবনা থেকে রঙীন ছবি ইত্যাদির যাবতীয় বাহুল্য বর্জন করে যা শেখার যতটুকু শেখার সেটুকুই রাখা হল। পুস্তিকা দুটো গত কয়েক বছর যাবৎ বীরভূমের ফুলডাঙা বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে ৩-৭ বছরের শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। আরও অনেক শিশুর লেখাপড়া শেখায় সহায়ক হতে পারলে এই পুস্তিকা সার্থক হয়।

অগাস্ট ২০১৮

ফুলডাঙা বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বীরভূম

সুতনু ভট্টাচার্য

পাঠ পরিকল্পনা – তৃতীয় ধাপ

বাংলা

1. ব্যঞ্জনবর্ণে (্) হসন্ত চিহ্ন বোঝা, পড়া ও লেখা
2. ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ বোঝা
3. ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণে রেফ ও ফলা চিহ্ন
4. অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ পড়া ও বলা
5. সাধারণ ব্যবহারের ন্যূনতম বাংলা শব্দ চেনা

ইংরেজি

6. ইংরেজি বর্ণ উচ্চারণ ও বর্ণ সাজিয়ে শব্দ পড়া
    1. ইংরেজি বর্ণ উচ্চারণ — ধ্বনি দিয়ে বলা
    2. ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্ত উচ্চারণ
    3. স্বরবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণ
    4. স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ

অঙ্ক

7. সহজ বিয়োগের ধারণা — 10 পর্যন্ত
8. কাঠি গুনে সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ — 20 পর্যন্ত
9. হাতের আঙুলের কর গুনে বিয়োগ— 20 পর্যন্ত
10. 100 পর্যন্ত সংখ্যা চেনা, বোঝা, পড়া, বলা ও লেখা
11. সংখ্যার দশের ঘর ও একের ঘর বোঝা

শিশু কতটা কী শিখল যাচাই করার পদ্ধতি সংযোজনে দেওয়া আছে।

প্রত্যেক শিশুকে বইটা দিতে হবে, পড়া নয়, উল্টে-পাল্টে দেখার জন্য ও দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। শিশুদের বই দেওয়ার সময় অবশ্যই বলে দিতে হবে বইয়ের যত্ন নিতে ।

বই উল্টো ভাঁজ করবে না, দুটো পাতাই খোলা থাকবে ।
পাতা মুড়বে না, কোনও দাগ কাটবে না ।

3.1 বাংলা পাঠ: ব্যঞ্জনবর্ণে (্) হসন্ত চিহ্ন বোঝা, পড়া ও লেখা

এখানে বিভিন্ন শব্দ বানান করে পড়া ও উচ্চারণ শেখাতে হবে। শব্দগুলোর অর্থ আলাদা করে শেখা বা মুখস্থ করা দরকার নেই।

হসন্ত (্) চিহ্ন বর্ণের নিচে বসে। শব্দের যে বর্ণটার নিচে এটা থাকে তার উচ্চারণ মূল ধ্বনিটাতেই জোর দিয়ে শেষ করতে হয় । আমরা আগে দেখেছি যে এক একটা ব্যঞ্জনবর্ণের পুরো উচ্চারণে শেষে -অ (বা কোনও শব্দে -ও) ধ্বনিটা আসে। হসন্ত ব্যবহার করে যোগ চিহ্ন (+) দিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিকে আমরা লিখতে পারি—

ক = ক্ + অ খ = খ্ + অ গ = গ্ + অ

অর্থাৎ, কোনও বর্ণের নিচে হসন্ত চিহ্নটা থাকলে সেই বর্ণটার উচ্চারণ টেনে -অ বা -ও দিয়ে শেষ করা যাবে না। তার মূল ধ্বনিটাতেই জোর দিয়ে শেষ করতে হবে।

মনে রাখো: হসন্ত দেওয়া কোনও ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ যোগ হলে -কার চিহ্ন দিতে হয়। তখন আর হসন্ত চিহ্ন থাকে না।

হসন্ত (্) চিহ্ন দিয়ে কয়েকটা শব্দ পড়ো ও লেখো

পট্‌কা সট্‌কা দম্‌কা ফাত্‌না ঝক্‌মক্ চক্‌চক্ টুক্‌টুক্
ঝিক্‌ঝিক্ ঝিক্‌মিক্ চক্‌মকি

হসন্ত (্) চিহ্ন দিয়ে পড়া

বানান করে নিচের বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

আলোয় **ঝক্‌মকে** দিন। আলো পড়ে নদীর জল ঝক্‌মক্ করছে। দূরে একটা রেলগাড়ি গেল কূ-ঝিক্‌ঝিক্ করে। টুক্‌টুক্ আজ পড়া করছে না। **টুক্‌টুকের** একটা খেলনা রেলগাড়ি আছে। ওটা নিয়ে খেলা করছে। দম্‌কা হাওয়ায় ওর চুল উড়ছে। পট্‌কা ফাটিয়ে পালাতে গিয়ে আমার পায়ে সট্‌কা টান লেগেছে।

লক্ষ করো: ঝক্‌ঝক্ আর ঝক্‌ঝকে; টুক্‌টুক্ আর টুক্‌টুকে।
কোনও বর্ণে -কার চিহ্ন দিলে আর হসন্ত চিহ্ন থাকে না।

3.2 বাংলা পাঠ: ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ বোঝা

হসন্ত (্) চিহ্ন দিয়ে বোঝা

হসন্ত ব্যবহার করে ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ ব্যাপারটা ও তাদের উচ্চারণ বুঝতে সুবিধা হবে। নিচের কয়েকটা উদাহরণ দেখো —

পরপর পড়ো	হসন্ত দিয়ে পড়ো	যুক্ত করে লেখো
শ ক ত	শ ক্ ত	শক্ত
ভ ক ত	ভ ক্ ত	ভক্ত
র ক ত	র ক্ ত	রক্ত
উ ক ত	উ ক্ ত	উক্ত

এখানে ক-য়ে ত-য়ে মিলে 'ক্ত' হল একটা যুক্তবর্ণ। এটাকে তাই বলা হয় ক-য়ে ত-য়ে। শব্দে উচ্চারণের সময় এটাকে একটা বর্ণ হিসাবেই ধরা হবে। যদি যুক্তবর্ণকে আমরা বর্ণে ভেঙে লিখি যোগ চিহ্ন (+) ব্যবহার করে, তাহলে ক্ত-কে ভেঙে লিখব এইভাবে—

ক-য়ে ত-য়ে ক্ত = ক্ + ত

লক্ষ করো:

ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণকে ভেঙে লিখলে প্রথম বর্ণটার নিচে হসন্ত পড়ে, অর্থাৎ এর উচ্চারণ ধ্বনির শেষে -অ বা -ও হবে না। কিন্তু, পরের বর্ণটায় হসন্ত পড়ে না। মানে, পরের বর্ণটার উচ্চারণ ধ্বনির শেষে সাধারণত -ও (বা -অ আসবে), যদিনা তার ওপর অন্য কোনও -কার চিহ্ন থাকে।

ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণে -কার চিহ্ন পড়ো ও লেখো

পরপর পড়ো	হসন্ত দিয়ে পড়ো	যুক্তবর্ণটায় -কার চিহ্ন লেখো
শ ক তি	শ ক্ তি	শক্তি
ভ ক তি	ভ ক্ তি	ভক্তি
ত ক তা	ত ক্ তা	তক্তা
ব ক তা	ব ক্ তা	বক্তা
ডা ক তা র	ডা ক্ তা র	ডাক্তার
ভ ক তে র	ভ ক্ তে র	ভক্তের

মনে রাখো:

১. ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণকে একটাই বর্ণ হিসাবে উচ্চারণ করতে হবে, যদিও তা দুটো (কখনো তিনটে বা চারটে) বর্ণের মিলিত ধ্বনি।

২. এমন কোনও যুক্তবর্ণ হবে না যার একটি মিলিত ধ্বনি করা যায় না। অর্থাৎ, যেকোনও বর্ণের সাথে অন্য যেকোনও বর্ণ মিলে যুক্তবর্ণ নাও হতে পারে। এমন হলে যুক্তবর্ণ না করে হসন্ত ব্যবহার করেই বানানটা লিখতে হবে— যেমন, খট্‌খটে; কারণ, ট-য়ে খ-য়ে মিলিত একটা উচ্চারণে আনা যায় না, তাই যুক্তবর্ণ হয় না।

৩. আমরা ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণকে ভেঙে লিখতে পারি, প্রথম ধ্বনির বর্ণটাতে হসন্ত দিয়ে। আমরা যুক্তবর্ণগুলোকে এইভাবে ভেঙে বুঝব।

3.3 বাংলা পাঠ: ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণে রেফ ও ফলা চিহ্ন

ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণগুলোর মধ্যে প্রথমে আমরা দেখব, কোনও বর্ণের আগে -র উচ্চারণে -রেফ (´), ও পরে -র উচ্চারণে র-ফলা (্র) চিহ্ন ব্যবহার। আরেকটি চিহ্ন হল য-ফলা (্য) যা কোনও বর্ণের পরে লেখা হয়। এছাড়া কোনও বর্ণের পরে ল, ব, ও ম-য়ের উচ্চারণকে যুক্তবর্ণ হিসাবে বলা হয় ল-ফলা, ম-ফলা ও ব-ফলা নাম দিয়ে । এগুলি অবশ্য আলাদা চিহ্ন নয়, যুক্তবর্ণের নিচে লেখা হয়।

রেফ চিহ্ন (´) — বর্ণের আগে 'র' দিয়ে যুক্তবর্ণ পড়ো ও লেখো

কখনোই শব্দের প্রথম বর্ণে হয় না। মাঝের বা শেষ বর্ণের মাথায় বসে। যে বর্ণটার মাথায় রেফ চিহ্ন দেওয়া থাকে তার উচ্চারণের আগে -র ধ্বনিটা আসে। এই -র ধ্বনিটার ওপরে জোর পড়ে, যা হসন্ত চিহ্ন দিয়ে ভেঙে লেখা যায়। আর যে বর্ণটার মাথায় রেফ চিহ্ন দেওয়া থাকে তার উচ্চারণের শেষে -ও বা -অ আসে, অথবা বর্ণটায় কোনও -কার চিহ্ন থাকলে তার ধ্বনি আসে। নিচে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
সূর্য	সূর্‌যো	সর্দি	সর্‌দি	সর্প	সর্‌পো
কর্ম	কর্‌মো	তর্ক	তর্‌কো	দর্প	দর্‌পো
গর্ব	গর্‌বো	সর্ব	সর্‌বো	পূর্ণ	পূর্‌ণো
দূর্বা	দূর্‌বা	ভর্তি	ভর্‌তি	সর্ষপ	সর্‌ষঅপ্

সর্দার	সর্‌দার	গর্জন	গর্‌জঅন	দর্পণ	দর্‌পঅণ
নির্ভয়	নির্‌ভঅয়	আকর্ষণ	আকর্‌ষঅন	পরামর্শ	পরামর্‌শো

লক্ষ করো: **শব্দের শেষ বর্ণে -রেফ হলে বর্ণটার উচ্চারণের শেষে -ও আসবে, কিন্তু শব্দের মাঝের বর্ণে -রেফ হলে উচ্চারণের শেষে -অ আসবে।**

র-ফলা চিহ্ন (্র) — বর্ণের পরে 'র' দিয়ে যুক্তবর্ণ পড়ো ও লেখো

র-ফলা শব্দের প্রথম, মাঝে বা শেষ বর্ণে বসতে পারে। একে লেখা হয় বর্ণের নিচে (্র) চিহ্ন দিয়ে। যে বর্ণে র-ফলা দেওয়া থাকবে, তার মূল উচ্চারণ ধ্বনিতে জোরের সাথে সাথে ঠিক পরেই র-ধ্বনিটা আসবে মিলিত হয়ে। বর্ণের সাথে র-ফলার মিলিত উচ্চারণ বিশেষ করে বোঝা যাবে বর্ণের প্রথমে। এখানে বর্ণটার মূল ধ্বনির সাথে মিলিত -র ধ্বনি শেষ হবে সাধারণত -ও (বা কখনো -অ) ধ্বনি এনে, যদিনা কোনও কার চিহ্ন দেওয়া থাকে।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
ভ্রমর	ভ্‌র্‌ওমোর	ব্রত	ব্‌র্‌ওতো	গ্রহ	গ্‌র্‌ওহো
শ্রম	শ্‌র্‌ওম	প্রসাদ	প্‌র্‌ওসাদ	ক্রমাগত	ক্‌র্‌ওমাগতো
প্রমাণ	প্‌র্‌ওমাণ	প্রজাপতি	প্‌র্‌ওজাপতি	প্রতি	প্‌র্‌ওতি
গ্রাম	গ্‌র্‌আম	ত্রাণ	ত্‌র্‌আণ	ঘ্রাণ	ঘ্‌র্‌আণ
প্রাণ	প্‌র্‌আণ	শ্রাবণ	শ্‌র্‌আবোণ	প্রেত	প্‌র্‌এত
স্রোত	স্‌র্‌ওত	প্রীতি	প্‌র্‌ঈতি	শ্রীমান	শ্‌র্‌ঈমান

লক্ষ করো: ক-য়ে র-ফলা ক্র না লিখে ক্র লেখা হয় ।

শব্দের প্রথমে র-ফলার মিলিত উচ্চারণ রপ্ত হলে আমরা দেখব শব্দের মাঝে বা শেষে র-ফলা দেওয়া বর্ণের উচ্চারণ কেমন হবে। শব্দের মাঝে ও শেষে র-ফলা দেওয়া বর্ণটার মূল ধ্বনিটা জোর দিয়ে বলার সময় তার **উচ্চারণ দুবার** হয়ে যায়। বর্ণটার মূল ধ্বনি উচ্চারণ করে তারপরেই আসবে র-ফলা দেওয়া ধ্বনি, যেমনটা আমরা ওপরে দেখলাম। নিচে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
বিব্রত	বিব্‌ব্‌রতো	বিগ্রহ	বিগ্‌গ্‌রহো	বিশ্রাম	বিশ্‌শ্রাম
বক্র	বক্‌ক্র	বজ্র	বজ্‌জ্র	অভ্র	অভ্‌ভ্র

চক্র	চক্‌ক্র	পুত্র	পুত্‌ত্র	অগ্র	অগ্‌গ্র
মিত্র	মিত্‌ত্র	রাত্রি	রাত্‌ত্রি	রৌদ্র	রৌদ্‌দ্র
ভাদ্র	ভাদ্‌দ্র	পরিশ্রম	পরিশ্‌শ্রম	অগ্রহায়ণ	অগ্‌গ্রহায়ণ

-রেফ ও র-ফলা দিয়ে পড়া

বানান করে নিচের বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার
(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

এখন বর্ষাকাল। শ্রাবণ মাস। সকাল থেকেই আকাশ কালো করে মেঘের গর্জন আর মাঝে মাঝে **বজ্রপাত** হয়েই চলেছে। কোনও **বিশ্রাম** নেই। গ্রামের ডোবা, পুকুর, খাল, বিল সব জলে ডুবে গেছে। গ্রামের পাশে নদীটার জলে কী ভীষণ **স্রোত**। ইস্‌কুলের দিদিমণি বলেছেন যে এইসময় সাপের কামড়ে **বিষক্রিয়া**য় অনেকে মারা যায়। সাপ একটি **সরীসৃপ প্রাণী**, মানে যে প্রাণী বুকে ভর দিয়ে চলে। অর্ণবের মামা বাড়ি দুর্গাপুরে। ও বলল, সব সাপের নাকি বিষ হয়না। সে নিয়ে সেদিন আমাদের কী তর্ক। তর্ক থামল, যখন দিদিমণি বললেন যে দুর্গা পূজার ছুটিতে আমাদের ট্রেনে করে দীঘার সমুদ্র দেখতে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে **যাত্রাপথে** বেশি জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া চলবে না। সকলকে নিয়ম মেনে চলতে হবে — খাওয়ার সময় খাওয়া আর বিশ্রামের সময় বিশ্রাম।

য-ফলা চিহ্ন (্য) — বর্ণের পরে 'য' দিয়ে যুক্তবর্ণ পড়ো ও লেখো

য-ফলা সর্বদা অন্য কোনও বর্ণের পরে বসে। বাংলা শব্দ লেখায় য-ফলা চিহ্ন দিয়ে যে উচ্চারণটা বোঝানো হয় তাতে কিন্তু বাংলার 'য' বর্ণটার ধ্বনি আদৌ আসে না। বাংলায় 'য' বর্ণটার ধ্বনি জ-য়ের মতোই হয়ে গেছে। তাই বাংলায় য-ফলা নামটা বিভ্রান্তিকর। 'য' বর্ণটার ধ্বনি, হিন্দী বা সংস্কৃতে ইয়'। কিন্তু সংস্কৃত থেকে বর্ণটা এলেও 'য' দিয়ে বাংলা শব্দে 'ইয়' উচ্চারণ হয়না। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল।

লেখো	পড়ো	হিন্দীতে বলে	লেখো	পড়ো	হিন্দীতে বলে
যদি	যদি	ইয়দি	যাত্রি	যাত্‌রি	ইয়াত্‌রি
সূর্য্য	সূর্‌জ্‌জো	সূর্‌ইয়া	কর্তব্য	কর্‌তব্‌বো	কর্‌তব্‌ইয়
নৃত্য	নৃত্‌তো	নৃত্‌ইয়	দৃশ্য	দৃশ্‌শো	দৃশ্‌ইয়

বাংলায় শব্দের মাঝে বা শেষের বর্ণে য-ফলা থাকলে থাকলে 'ইয়' ধ্বনিটাই অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্র হয়ে বর্ণটার **দুবার উচ্চারণ** হয়ে যায় ও শেষে -ও ধ্বনি আসে।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
মধ্য	মধ্‌ধো	অদ্য	অদ্‌দো	সত্য	সত্‌তো	বন্য	বন্‌নো
অন্য	অন্‌নো	খাদ্য	খাদ্‌দো	বাক্য	বাক্‌কো	শূন্য	শূন্‌নো
শয্যা	শয্‌যা	অহল্যা	অহল্‌লা	অনন্যা	অনন্‌না		

কিন্তু শব্দের প্রথম বর্ণে য-ফলার পরে আ-কার বাংলা শব্দের এক বিশেষ উচ্চারণ বোঝায়, যা বর্ণের ধ্বনিটার পরেই 'অ্যা' ধ্বনি তৈরি করে। এর উদাহরণ পাব নিচের শব্দগুলোর উচ্চারণে।

ব্যাঘ্র ব্যাখ্যা ধ্যান শ্যামল জ্যামিতি ব্যাকরণ

শব্দের প্রথম বর্ণে শুধুমাত্র য-ফলা থাকলে খানিকটা 'য়' ধ্বনি আসার কথা, যদিও চল্‌তি উচ্চারণে সেটাও 'অ্যা' হয়ে দাঁড়ায়।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
ব্যথা	ব্‌য়থা	ব্যগ্র	ব্‌য়গ্র	ব্যবসা	ব্‌য়বোসা	ব্যবহার	ব্‌য়বোহার

'হ'-বর্ণটার পরে য-ফলা দিয়ে 'য'ও 'ঝ'-য়ের শেষে -ও ধ্বনি আসে—যেমন,

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
ঊহ্য	ঊয্‌ঝো	বাহ্য	বায্‌ঝো	সহ্য	সয্‌ঝো

মনে রাখো, আধুনিক বাংলা বানান রীতি অনুসারে একই বর্ণে -রেফ থাকলে আর য-ফলা দেওয়া হয় না—যেমন, সূর্য্য আধুনিক বাংলায় লেখা হবে য-ফলা বাদ দিয়ে, সূর্য।

য -ফলা দিয়ে পড়া

বানান করে নিচের বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার

(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

এবার বর্ষাকালে গ্রামে ভীষণ বন্যা হয়েছে। শস্য-শ্যামল ধানের খেত বন্যার জলে ডুবে গেছে। পাশের বনের বন্য প্রাণীরা সব উঁচু পথে এসে **আশ্রয়**

নিয়েছে। আমাদের ইস্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছে। আমি সকাল থেকে জ্যামিতি আর বাংলা ব্যাকরণ পড়া করছি। এমন সময় শ্যামল এসে বলল, কাল রাতে ও নাকি বনের মধ্যে ব্যাঘ্র-**গর্জন** শুনেছে। শ্যামলটা ডাহা মিথ্যুক। ওকে তাই মনে করিয়ে দিলাম, ইস্কুলের বড় দিদিমণি সকলকে কী বলেছিলেন। বড় দিদিমণি বলেছিলেন, সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করে **যোগ্য** মানুষ হও। কেউ কখনও মিথ্যা বলবে না, সব সময় সত্য বলবে। কোনও **অন্যায়** কাজ করবে না। **আলস্যে** সময় কাটাবে না।

ল-ফলা (্ল) — বর্ণের পরে 'ল' দিয়ে যুক্তবর্ণ পড়ো ও লেখো

আমরা আগে শিখেছি কোনও বর্ণে র-ফলার উচ্চারণ কীভাবে করতে হয়। ল-ফলার উচ্চারণও একই পদ্ধতিতে হবে, র-য়ের বদলে -ল ধ্বনিটি এনে। ল-ফলা শব্দের প্রথম, মাঝের বা শেষ বর্ণে বসতে পারে। একে লেখা হয় বর্ণের নিচে ছোট করে 'ল' লিখে। যে বর্ণে ল-ফলা দেওয়া থাকবে, তার মূল উচ্চারণ ধ্বনিতে জোরের সাথে সাথে ঠিক পরেই ল-ধ্বনিটা আসবে মিলিত হয়ে, আর তারপর -অ বা -ও ধ্বনি এনে শেষ হবে, যদিনা অন্য কোনও কার চিহ্ন দেওয়া থাকে। বর্ণটার মূল ধ্বনির সাথেই মিলিত করে -ল ধ্বনি আনতে হবে। বর্ণের সাথে ল-ফলার মিলিত উচ্চারণ বিশেষ করে বোঝা যাবে বর্ণের প্রথমে। নিচে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
ক্লক	ক্‌ল্‌ক	ক্লাস	ক্‌ল্‌আস	ক্লেদ	ক্‌ল্‌এদ
ক্লেশ	ক্‌ল্‌এশ	গ্লানি	গ্‌ল্‌আনি	প্লাবন	প্‌ল্‌আবন
ম্লান	ম্‌ল্‌আন	অম্ল	অম্‌লো	শুক্ল	শুক্‌লো
পল্লী	পল্‌লী	হল্লা	হল্‌লা	পাল্লা	পাল্‌লা
কেল্লা	কেল্‌লা	আহ্লাদ	আল্‌হ্‌াদ*	বিপ্লব	বিপ্‌লব
ভাল্লুক	ভাল্‌লুক	উল্লাস	উল্‌লাস	উৎফুল্ল	উৎফুল্‌লো
পল্লব	পল্‌লব	বল্লম	বল্‌লম	রসগোল্লা	রসোগোল্‌লা

লক্ষ করো: *বাংলায় হ-য়ে ল-ফলা উচ্চারণের সময় উল্টে যায়। হ-য়ের সাথে যুক্তবর্ণে বাংলায় এটা ঘটে। আরেকটি উদাহরণ হল, হ-য়ে ম-য়ে দিয়ে লেখা ব্রাহ্মন, যার উচ্চারণ হবে ব্রাহ্‌মন নয়, ব্রাম্‌হন।

ব -ফলা (ব) — বর্ণের পরে 'ব' দিয়ে যুক্তবর্ণ পড়ো ও লেখো

ব-ফলা লেখা হয় বর্ণের নিচে ছোট করে। শব্দের প্রথম বর্ণে ব-ফলা দেওয়া হলেও বাংলা শব্দে তার কোনও আলাদা ধ্বনি আসেনা। মাঝে বা শেষের বর্ণে ব-ফলা হলে বর্ণটার উচ্চারণ দুবার হয়। নিচে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
স্বর	সর	ধ্বনি	ধনি	জ্বালা	জালা
শ্বেত	শেত	দ্বিধা	দিধা	দ্বিতীয়	দিতীয়
স্বজন	সজন	স্বদেশ	সদেশ	স্বভাব	সভাব
শ্বাপদ	শাপদ	দ্বীপ	দীপ	দ্বার	দার
বিশ্ব	বিশ্‌শো	অশ্ব	অশ্‌শো	সত্ত্বর	সত্‌তর
বিদ্বান	বিদ্‌দান	ঈশ্বর	ঈশ্‌শঅর	নিশ্বাস	নিশ্‌শাস
অন্বেষণ	অন্‌নেষণ	আহ্বান	আওভান*	বিহ্বল	বিউভল*

লক্ষ করো: *হ-য়ে ব-য়ে দিয়ে আহ্বান উচ্চারণ হবে আওভান, আহ্‌বান নয়; বিহ্বল উচ্চারণ বিহ্‌বল নয়, হবে বিউভল।

কিন্তু কোনও কোনও শব্দে মাঝের বর্ণে ব-ফলা স্পষ্ট ব-য়ের উচ্চারণ বোঝায়। যেমন, শব্দের মাঝে ম-য়ে ব-ফলা, বা দ-য়ে ব-ফলা হলে হয়। এই রকম কয়েকটি উদাহরণ মনে রাখতে হবে।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
অম্বর	অম্‌বর	অম্বু	অম্‌বু	লম্বা	লম্‌বা
সম্বিত	সম্‌বিত	উদ্বেগ	উদ্‌বেগ	উদ্বোধন	উদ্‌বোধন

ম-ফলা (ম) — বর্ণের পরে 'ম' দিয়ে যুক্তবর্ণ পড়ো ও লেখো

ম-ফলা লেখা হয় বর্ণের নিচে ছোট করে। কিছু কিছু শব্দে কোনও বর্ণে ম-ফলা সেই বর্ণটার দুবার উচ্চারণ বোঝায়, ম-য়ের উচ্চারণ আসেনা। যেমন ত-য়ে ম-ফলা, দ-য়ে ম-ফলা, স-য়ে ম-ফলা।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
আত্ম	আত্‌তো	পদ্ম	পদ্‌দো	গ্রীষ্ম	গ্রীষ্‌ষ
স্মরণ	সরোণ	ভস্ম	ভস্‌সো		

স-য়ে ম-ফলার সাথে কোনও -কার চিহ্ন থাকলে স্পষ্ট ম-য়ের উচ্চারণ হয়।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
স্মিত	স্‌ম্‌ইতো	উষ্মা	উষ্‌মা	রশ্মি	রশ্‌মি

গ, ল, ও ন-য়ে ম-ফলা স্পষ্ট ম-য়ের উচ্চারণ আনে। হ-য়ে ম-ফলার উচ্চারণে আগে ম উচ্চারিত হয়।

লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো	লেখো	পড়ো
বাগ্মী	বাগ্‌মী	গুল্ম	গুল্‌মো	তন্ময়	তন্‌ময়
উন্মেষ	উন্‌মেষ	ব্রাহ্মণ	বাম্‌হ্‌ণ		

ল-ফলা ও ব-ফলা দিয়ে পড়া

বানান করে নিচের বাক্যগুলো টানা পড়ো কয়েকবার

(এখন লিখতে হবে না, টানা হাতে লেখা না শিখে)

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে গ্রামে পরব হয়, মেলা বসে। গ্রামের **পল্লী**তে পল্লীতে সব বাড়ি সাজানো হয়, বাড়ির **প্রবেশ দ্বারে ধ্বজা** ওড়ানো হয়। পরবের শেষ দিনে মেলার মাঠে যাত্রা পালার **প্রতিযোগিতা** হয়। এখন তাই সবাই **পাল্লা** দিয়ে যাত্রা পালার **মহড়া** দিতে নিয়মিত আসছে। মেলার **উদ্বোধন** হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। সেদিন মেয়েরা কোমরে আর ছেলেরা মাথায় **শ্বেতশুভ্র** কাপড় বাঁধে। গতকাল মেলার মাঠে বিশ্বজিতের সাথে দেখা হল। ও একেবারে আহ্লাদে আটখানা। ওদের পল্লীর যাত্রাপালায় ও প্রহ্লাদের পার্ট করেছে। তাই দেখে ওর মামা খুশী হয়ে ওকে রসগোল্লা কিনে খাইয়েছেন। ওর খুব ভয় ছিল ঠিকমতো পারবে কিনা। দুদিন আগেও জ্বর ছিল, গলা ধরে গিয়ে স্বর বসে গিয়েছিল, নিশ্বাসও নিতে পারছিল না ভাল করে। তাই পার্ট ভাল করতে পেরে ও খুব **উৎফুল্ল**। ওর অভিনয় দেখে সকলেই হাততালি দিয়েছে।

3.4 বাংলা পাঠ: অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ পড়া ও বলা

আগের পড়া মনে করো। ব্যঞ্জনবর্ণগুলো আলাদা করে বলার সময় প্রত্যেকটারই উচ্চারণে শেষে -অ ধ্বনিটা আসে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণে দুটো বর্ণ যুক্ত করে উচ্চারণ করার সময় প্রথম বর্ণটায় এই -অ ধ্বনিটা আসবে না।

যুক্তবর্ণটাকে ভেঙে লিখলে আমরা প্রথম বর্ণটার তলায় হসন্ত চিহ্ন দিই। কিন্তু পরের ব্যঞ্জনবর্ণটার উচ্চারণ ধ্বনির শেষে -ও অথবা -অ ধ্বনিটা আসে, যদিনা যুক্তবর্ণটাতে অন্য কোনও -কার চিহ্ন থাকে। **একটা সাধারণ নিয়ম মনে রাখো**— যুক্তবর্ণে কার-চিহ্ন থাকলে এই পরের ব্যঞ্জনবর্ণটার উচ্চারণে কার-চিহ্নটা আসবে। কার-চিহ্ন না থাকলে এই পরের ব্যঞ্জনবর্ণটার **শেষে -ও ধ্বনি** আসবে, যদি ওই শব্দে যুক্তবর্ণটার পরে আর কোনো বর্ণ না থাকে। যুক্তবর্ণটার পরে আর কোনো বর্ণ থাকলে **শেষে -অ ধ্বনি** আসবে।

শব্দের মধ্যে যুক্তবর্ণকে পড়ার সময় দুটো বর্ণের উচ্চারণকে একটা মিলিত ধ্বনিতে আনতে হবে। যে সব বর্ণের আগে বা পরে অন্য আর একটি বর্ণকে মিলিত ধ্বনিতে আনা যায়না সেগুলোর যুক্তবর্ণ হবেনা, যেমন খ, ঠ, ঢ, ঢ়, য়, ইত্যাদি বর্ণকে আগে রেখে কোনও যুক্তবর্ণ হবে না।

এক একটা যুক্তবর্ণকে নাম দিয়ে বলার সময় আমরা প্রথম বর্ণ-ধ্বনিটাকে আগে বলি। যেমন আমরা আগে দেখেছি, ক-য়ে ত-য়ে 'ক্ত' । এইভাবে নাম দিয়ে আমরা -রেফ, র-ফলা আর য-ফলা বাদে বাকি সব যুক্তবর্ণকে বলতে পারব।

প্রথমে দেখব দুটো বর্ণের যুক্তবর্ণগুলো। পরে কয়েকটা যুক্তবর্ণ দেখব, যেখানে তিনটে ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত করে মিলিত উচ্চারণ হয়।

নিচের তালিকায় কিছু শব্দ দেওয়া হল যুক্তবর্ণগুলো চেনা, পড়া, বলা, ও লেখার জন্য। এগুলোর অর্থ বা মানে কী তা এখনই শেখানোর প্রয়োজন নেই।

আগে ক-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ক-য়ে ক-য়ে	ক্ক	ঝক্কি ধাক্কা পক্ক	ঝক্‌কি ধাক্‌কা পক্‌কো
ক-য়ে ত-য়ে	ক্ত	শক্ত ভক্ত রক্ত শক্তি	শক্‌তো ভক্‌তো রক্‌তো শক্‌তি
ক-য়ে ষ-য়ে	ক্ষ	পক্ষ লক্ষ কক্ষ শিক্ষা পরীক্ষা সাক্ষী পক্ষী	পক্‌খো লক্‌খো কক্‌খো শিক্‌খা পরীক্‌খা সাক্‌খী পক্‌খী
ক-য়ে ল-য়ে	ক্ল	ক্লেশ ক্লাস ক্লেদ	ক্‌লেশ ক্‌লাস ক্‌লেদ
ক-য়ে স-য়ে	ক্স	বাক্স রিক্সা	বাক্‌সো রিক্‌সা

মনে রাখো: ক-য়ে ট-য়ে 'ক্ট' বাংলা শব্দে বিশেষ ব্যবহার হয়না। কিন্তু কিছু ইংরেজি শব্দকে বাংলায় লিখতে এই যুক্তবর্ণটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

লক্ষ করো: ক-য়ে ষ-য়ে 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটার লেখা ও উচ্চারণ।

আগে খ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

আগে গ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
গ-য়ে ধ-য়ে	গ্ধ	দুগ্ধ দগ্ধ	দুগ্‌ধো দগ্‌ধো
গ-য়ে ন-য়ে	গ্ন	অগ্নি	অগ্‌নি
গ-য়ে ম-য়ে	গ্ম	বাগ্মী	বাগ্‌মী
গ-য়ে ল-য়ে	গ্ল	গ্লানি	গ্‌ল্‌আনি

আগে ঘ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	শব্দের উদাহরণ	উচ্চারণ
ঘ-য়ে ন-য়ে	ঘ্ন	বিঘ্ন	বিঘ্‌নো

আগে ঙ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

(ঙ দিয়ে যুক্তবর্ণে ঙ্-য়ের উচ্চারণে ং-য়ের মতো)

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ঙ-য়ে ক-য়ে	ঙ্ক	অঙ্ক শঙ্কা	অঙ্‌কো শঙ্‌কা
		লঙ্কা শঙ্কর	লঙ্‌কা শঙ্‌কর
		পালঙ্ক হুঙ্কার	পালোঙ্‌কো হুঙ্‌কার
		অহঙ্কার	অহঙ্‌কার
		ভয়ঙ্কর	ভয়োঙ্‌কর
ঙ-য়ে খ-য়ে	ঙ্খ	শৃঙ্খল শঙ্খ	শৃঙ্‌খল শঙ্‌খো
ঙ-য়ে গ-য়ে	ঙ্গ	অঙ্গ সঙ্গী	অঙ্‌গো সঙ্‌গী
		প্রাঙ্গণ জঙ্গল	প্রাঙ্‌গন জঙ্‌গল
		অঙ্গুলি সঙ্গীত	অঙ্‌গুলি সঙ্‌গীত
ঙ-য়ে ঘ-য়ে	ঙ্ঘ	সঙ্ঘ	সঙ্‌ঘো

আগে চ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
চ-য়ে চ-য়ে	চ্চ	বাচ্চা সাচ্চা উচ্চ	বাচ্‌চা সাচ্‌চা উচ্‌চো
চ-য়ে ছ-য়ে	চ্ছ	পরিচ্ছদ উচ্ছে	পরিচ্‌ছদ উচ্‌ছে

আগে ছ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

আগে জ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
জ-য়ে জ-য়ে	জ্জ	লজ্জা সজ্জন	লজ্‌জা সজ্‌জন
জ-য়ে ঞ-য়ে	জ্ঞ	জ্ঞান বিজ্ঞান	গ্‌গ্যান বিগ্‌গ্যান
		জিজ্ঞাসা	জিগ্‌গাসা
জ-য়ে ব-য়ে	জ্ব	জ্বর জ্বালা	জর জালা

আগে ঝ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

আগে ঞ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ঞ-য়ে চ-য়ে	ঞ্চ	পঞ্চম সঞ্চয়	পন্‌চম সন্‌চয়
		মঞ্চ কঞ্চি	মন্‌চো কন্‌চি
ঞ-য়ে ছ-য়ে	ঞ্ছ	লাঞ্ছনা বাঞ্ছিত	লান্‌ছনা বান্‌ছিত
ঞ-য়ে জ-য়ে	ঞ্জ	গঞ্জ গুঞ্জন	গন্‌জো গুন্‌জন
		গঞ্জনা	গন্‌জনা
ঞ-য়ে ঝ-য়ে	ঞ্ঝ	ঝঞ্ঝা	ঝন্‌ঝা

লক্ষ করো: যুক্তবর্ণে আগে 'ঞ'-র ধ্বনি হয়ে যাবে 'ন'।

আগে ট-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ট-য়ে ট-য়ে	ট্ট	ঠাট্টা হট্টগোল	ঠাট্‌টা হট্‌টোগোল
		অট্টহাসি	অট্‌টোহাসি
		অট্টালিকা	অট্‌টালিকা

আগে ঠ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

আগে ড-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ড-য়ে ড-য়ে	ড্ড	আড্ডা	আড্ডা

আগে ঢ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

আগে ণ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ণ-য়ে ট-য়ে	ণ্ট	ঘণ্টা বণ্টন কণ্টক	ঘণ্টা বণ্টন কণ্টক
ণ-য়ে ঠ-য়ে	ণ্ঠ	কণ্ঠ লুণ্ঠন	কণ্ঠো লুণ্ঠন
ণ-য়ে ড-য়ে	ণ্ড	খণ্ড কাণ্ড চণ্ডী	খণ্ডো কাণ্ডো চণ্ডী
		গুণ্ডা মণ্ডপ	গুণ্ডা মণ্ডপ
		পণ্ডিত	পণ্ডিত

মনে রাখো: পরে ট, ঠ, ড থাকলে আগে সাধারণত ন হয়না, সর্বদা ণ হবে।

আগে ত-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ত-য়ে ত-য়ে	ত্ত	বিত্ত চিত্ত	বিত্তো চিত্তো
		পত্তন উত্তাপ	পত্তন উত্তাপ
ত-য়ে ন-য়ে	ত্ন	যত্ন রত্ন	যত্নো রত্নো
ত-য়ে ব-য়ে	ত্ব	সত্বর	সত্তর
ত-য়ে ম-য়ে	ত্ম	আত্ম	আত্তো

আগে থ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
থ-য়ে থ-য়ে	থ্থ	উত্থান উত্থাপন	উত্থান উত্থাপন

আগে দ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
দ-য়ে দ-য়ে	দ্দ	খদ্দের চৌদ্দ	খদ্দের চৌদ্দো
দ-য়ে ধ-য়ে	দ্ধ	শুদ্ধ উদ্ধার	শুদ্ধো উদ্ধার
		পদ্ধতি	পদ্ধতি

দ-য়ে ব-য়ে	দ্ব	দ্বিতীয় দ্বিধা	দিতিয় দিধা
দ-য়ে ভ-য়ে	দ্ভ	অদ্ভুত উদ্ভব	অদ্‌ভুত উদ্‌ভব
দ-য়ে ম-য়ে	দ্ম	পদ্ম	পদ্‌দো

আগে ধ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ধ-য়ে ব-য়ে	ধ্ব	ধ্বনি	ধনি

আগে ন-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ন-য়ে ত-য়ে	ন্ত	অন্ত শান্ত দন্ত	অন্‌তো শান্‌তো দন্‌তো
		চিন্তা দুরন্ত	চিন্‌তা দুরন্‌তো
		বসন্ত	বসন্‌তো
ন-য়ে থ-য়ে	ন্থ	পান্থ	পান্‌থো
ন-য়ে দ-য়ে	ন্দ	সন্দেশ সন্দেহ	সন্‌দেশ সন্‌দেহ
		আনন্দ সিন্দুক	আনোন্‌দো সিন্‌দুক
		মন্দির বন্দুক	মন্‌দির বন্‌দুক
ন-য়ে ধ-য়ে	ন্ধ	বন্ধ বন্ধু সন্ধান	বন্‌ধো বন্‌ধু সন্‌ধান
		অন্ধকার রন্ধন	অন্‌ধোকার রন্‌ধোন
ন-য়ে ন-য়ে	ন্ন	অন্ন রান্না ঘেন্না	অন্‌নো রান্‌না ঘেন্‌না
		কান্না ভিন্ন	কান্‌না ভিন্‌নো
ন-য়ে ব-য়ে	ন্ব	অন্বেষণ	অন্‌নেষণ
ন-য়ে ম-য়ে	ন্ম	তন্ময়	তন্‌ময়

আগে প-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
প-য়ে ত-য়ে	প্ত	তপ্ত গুপ্ত সুপ্ত	তপ্‌তো গুপ্‌তো সুপ্‌তো
		লুপ্ত	লুপ্‌তো
প-য়ে ন-য়ে	প্ন	স্বপ্ন	সপ্‌নো
প-য়ে প-য়ে	প্প	ধাপ্পা চপ্পল	ধাপ্‌পা চপ্‌পোল
প-য়ে ট-য়ে	প্ট	কিপ্টে	কিপ্‌টে
প-য়ে ল-য়ে	প্ল	প্লাবন	প্‌লাবন

প-য়ে স-য়ে	প্স	অভিপ্সা লিপ্সা	অভিপ্‌সা লিপ্‌সা

আগে ফ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

আগে ব-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ব-য়ে দ-য়ে	ব্দ	জব্দ শব্দ	জব্‌দো শব্‌দো
ব-য়ে ধ-য়ে	ব্ধ	লব্ধ স্তব্ধ	লব্‌ধো স্‌তব্‌ধো
ব-য়ে ব-য়ে	ব্ব	জব্বর মাতব্বর	জব্‌বর মাতব্‌বর
ব-য়ে জ-য়ে	ব্জ	সব্জি কব্জা কব্জি	সব্‌জি কব্‌জা কব্‌জি

আগে ভ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

আগে ম-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ম-য়ে প-য়ে	ম্প	কম্প চম্পা	কম্‌পো চম্‌পা
		সম্পূর্ণ সম্পর্ক	সম্‌পূর্‌ণো সম্‌পর্‌কো
ম-য়ে ফ-য়ে	ম্ফ	লম্ফ	লম্‌ফো
ম-য়ে ভ-য়ে	ম্ভ	সম্ভব গম্ভীর	সম্‌ভব গম্‌ভীর
		আরম্ভ	আরম্‌ভো
ম-য়ে ম-য়ে	ম্ম	সম্মত সম্মান	সম্‌মতো সম্‌মান
ম-য়ে ন-য়ে	ম্ন	নিম্ন	নিম্‌নো
ম-য়ে ব-য়ে	ম্ব	অম্বল কম্বল বিলম্ব	অম্‌বল কম্‌বল
		আড়ম্বর	বিল্‌মবো আড়ম্‌বর
ম-য়ে ল-য়ে	ম্ল	অম্ল	অম্‌লো

আগে স-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
স-য়ে ক-য়ে	স্ক	ইস্কুল পুরস্কার	ইস্‌কুল পুরস্‌কার
		তিরস্কার	তিরস্‌কার
স-য়ে ত-য়ে	স্ত	অস্ত শাস্তি	অস্‌তো শাস্‌তি
স-য়ে থ-য়ে	স্থ	গৃহস্থ সুস্থ	গৃহস্‌থো সুস্‌থো
		মুখস্থ	মুখস্‌থো

স-য়ে প-য়ে	স্প	পরস্পর স্পর্শ	পরোস্পর স্প্রশো
স-য়ে ফ-য়ে	স্ফ	বিস্ফারিত	বিস্ফারিতো
		স্ফীত	স্ফ্ইতো
স-য়ে ব-য়ে	স্ব	স্বদেশ স্বজন	সদেশ সজন
		স্বতস্ফূর্ত	সতোস্ফূর্তো
স-য়ে ম-য়ে	স্ম	স্মরণ ভস্ম	সরণ ভস্সো
স-য়ে ন-য়ে	স্ন	স্নান স্নেহ	স্ন্আন স্ন্এহ

মনে রাখো: স-য়ের সাথে ট, ঠ যুক্ত হবে না। বাংলা ভাষায় তাই স্ট হয়না। হবে ষ-য়ে ট-য়ে ষ্ট।

আগে ল-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ল-য়ে ক-য়ে	ল্ক	উল্কা হাল্কা	উল্কা হাল্কা
ল-য়ে গ-য়ে	ল্গ	বল্গা	বল্গা
ল-য়ে প-য়ে	ল্প	অল্প গল্প	অল্পো গল্পো
ল-য়ে ট-য়ে	ল্ট	পল্টন উল্টো	পল্টন উল্টো
ল-য়ে ব-য়ে	ল্ব	বিল্বপত্র	বিল্লোপত্রো
ল-য়ে ল-য়ে	ল্ল	উল্লাস পাল্লা	উল্লাস পাল্লা
ল-য়ে ম-য়ে	ল্ম	গুল্ম	গুল্মো

আগে শ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
শ-য়ে চ-য়ে	শ্চ	নিশ্চয় আশ্চর্য	নিশ্চয় আশ্চর্যো
শ-য়ে ন-য়ে	শ্ন	প্রশ্ন	প্রশ্নো
শ-য়ে ম-য়ে	শ্ম	রশ্মি	রশ্মি

আগে ষ-য়ের ধ্বনি দিয়ে যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
মূর্ধন্য ষ-য়ে ক-য়ে	ষ্ক	দুষ্কর শুষ্ক	দুষ্কর শুষ্কো
		পরিষ্কার	পরিষ্কার
মূর্ধন্য ষ-য়ে ট-য়ে	ষ্ট	চেষ্টা তেষ্টা	চেষ্টা তেষ্টা
		কষ্ট বৃষ্টি	কষ্টো বৃষ্টি

মূর্ধন্য ষ-য়ে ঠ-য়ে	ষ্ঠ	শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ ষষ্ঠ	শ্রেষ্ঠো কাষ্ঠো ষষ্ঠো
মূর্ধন্য ষ-য়ে ণ-য়ে	ষ্ণ	কৃষ্ণ উষ্ণ	কৃষ্ণো উষ্ণো
মূর্ধন্য ষ-য়ে প-য়ে	ষ্প	পুষ্প নিষ্পাপ	পুষ্পো নিষ্পাপ
মূর্ধন্য ষ-য়ে ফ-য়ে	ষ্ফ	নিষ্ফল	নিষ্ফল
মূর্ধন্য ষ-য়ে ম-য়ে	ষ্ম	গ্রীষ্ম	গ্রীষ্মো

লেখায় আগে হ-য়ের যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
হ-য়ে ন-য়ে	হ্ন	অপরাহ্ন চিহ্ন বহ্নি	অপরান্হ চিন্হ বন্হি
		মধ্যাহ্ন পূর্বাহ্ন	মধ্যান্হ পূর্বান্হ
হ-য়ে ম-য়ে	হ্ম	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্হণ
হ-য়ে ল-য়ে	হ্ল	আহ্লাদ	আল্হাদ
হ-য়ে ব-য়ে	হ্ব	আহ্বান গহ্বর বিহ্বল	আওভান গওভর বিউভল

মনে রাখো: লেখায় যুক্তবর্ণে হ আগে থাকলেও উচ্চারণে হ পরে আসবে। কিন্তু হ-য়ে ব-য়ের উচ্চারণ, ওভ অথবা উভ।

লক্ষ করো: হ-য়ে ম-য়ে যুক্তবর্ণ করে লেখা হয় হ্ম।

ড় ঢ় য় দিয়ে যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয় না

তিনটি বর্ণের যুক্তবর্ণ

বলা হয়	যুক্তবর্ণ	লেখো	পড়ো
ক-য়ে মূর্ধন্য ষ-য়ে ম-য়ে	ক্ষ্ম	লক্ষ্মী	লক্খী
ঙ-য়ে ক-য়ে মূর্ধন্য ষ-য়ে	ঙ্ক্ষ	আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্খা
ন-য়ে ত-য়ে র-ফলা	ন্ত্র	নিমন্ত্রণ মন্ত্রী	নিমন্ত্রণ মন্ত্রী
		যন্ত্রনা	যনত্রোনা
ন-য়ে ত-য়ে ব-ফলা	ন্ত্ব	সান্ত্বনা	সান্তোনা
জ-য়ে ঝ-য়ে ব-ফলা	জ্ঝ	কুজ্ঝটিকা	কুজ্ঝোটিকা
জ-য়ে জ-য়ে ব-ফলা	জ্জ্ব	উজ্জ্বল	উজ্জল
মূর্ধন্য ষ-য়ে ক-য়ে র-ফলা	ষ্ক্র	নিষ্ক্রিয়	নিষ্ক্রিয়
স-য়ে ত-য়ে র-ফলা	স্ত্র	অস্ত্র বস্ত্র	অস্ত্র বস্ত্র

স-য়ে থ-য়ে য-ফলা স্থ্য স্বাস্থ্য সাস্থো

অনুশীলন: যুক্তবর্ণগুলো আঙুল দিয়ে দেখাও ও চিনে বলো

ক্ক	ক্ত	ক্ষ	ক্ল	ক্ষ্ম	গ্ধ	গ্ন	গ্ম	গ্ল	ঘ্ন
ঙ্ক	ঙ্খ	ঙ্গ	ঙ্ঘ	চ্চ	চ্ছ	জ্জ	জ্ঞ	জ্ব	
ঞ্চ	ঞ্ছ	ঞ্জ	ঞ্ঝ	ট্ট	ড্ড	ণ্ট	ণ্ঠ	ণ্ড	
ত্ত	ত্ন	ত্ব	ত্ম	থ্থ	দ্দ	দ্ধ	দ্ব	দ্ভ	দ্ম
ধ্ব	ন্ত	ন্থ	ন্দ	ন্ধ	ন্ন	ন্ব	ন্ম		
প্ত	প্ন	প্প	প্ট	প্ল	প্স	ব্দ	ব্ধ	ব্ব	ব্জ
ম্প	ম্ফ	ম্ভ	ম্ম	ম্ল	ম্ব				
স্ক	স্ত	স্থ	স্প	স্ফ	স্ব	স্ম	স্ল		
ল্ক	ল্গ	ল্প	ল্ট	ল্ব	ল্ল	ল্ম	শ্চ	শ্ন	শ্ম
ষ্ক	ষ্ট	ষ্ঠ	ষ্ণ	ষ্প	ষ্ফ	ষ্ম	হ্ন	হ্ম	হ্ল	হ্ব
ক্ষ্ম	ঙ্ক্ষ	ন্ত্র	ন্ত্ব	জ্ঞ	জ্ঞ্র	ষ্ক্র	স্ত্র	স্থ্য		

কিছু যুক্তবর্ণ ছাপার হরফে অন্য রকমও লেখা হয়। এগুলো জেনে রাখো–

হ্ হু	শ্ শু	রু রু	রূ রূ	গু গু	ক্র ক্র	ক্র ক্রু
ঙ্গ ঙ্গা	ঙ্ক ঙ্ক	স্থ স্থ	ণ্ড ণ্ড	ন্থ ন্থ	হ্ম হ্ম	ন্ধ ন্ধ

নিচের যুক্তবর্ণগুলো লেখা যেতে পারে প্রথমটার নিচে পরেরটা বসিয়ে

য-য়ে ঞ-য়ে	ষ্ণ	জ-য়ে ঞ-য়ে	জ্ঞ	ঞ-য়ে চ-য়ে	ঞ্চ
ঞ-য়ে ছ-য়ে	ঞ্ছ	ঞ-য়ে জ-য়ে	ঞ্জ	ঞ-য়ে ঝ-য়ে	ঞ্ঝ
ক-য়ে ত-য়ে	ক্ত				

3.5 বাংলা পাঠ: সাধারণ ব্যবহারের ন্যূনতম বাংলা শব্দ চেনা

বাংলা ভাষাভাষি ঘরের শিশুরা নিত্য ব্যবহারের বাংলা শব্দগুলো আপনি জেনে যায় বাড়িতে বলা কথাবার্তা শুনে ও বলে। এগুলো তাদের পড়ে লিখে শিখতে হয়না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসি বহু মানুষ আছেন যাঁদের বাড়িতে বাংলা ভাষায় কথা বলা হয়না। এই শিশুদেরও ইস্কুলের গন্ডীতে এসে বাংলা পড়তে হয়, আর তাদের বিশেষ সমস্যা হয় বাংলা শেখা নিয়ে। এর একটা বড় কারণ হল, ইস্কুলের পাঠ্য বাংলা বইগুলো সবই লেখা বাংলা ভাষাভাষি ঘরের শিশুদের কথা ভেবে। তাই এই বইগুলোতে রোজকার ব্যবহারের সাধারণ বাংলা শব্দগুলো আগে চেনানোর কোনও প্রয়োজন ভাবা হয়না। বাংলা ভাষার পরিমন্ডলটা নেই এমন শিশুদের বাংলা ভাষা শেখানো শুরু করতে প্রয়োজন হয় সাধারণ ব্যবহারের ন্যূনতম কিছু বাংলা শব্দ (যা তার নিজস্ব ভাষার প্রতিশব্দ)। বাংলা বর্ণ পরিচয় ও পড়তে বা লিখতে শেখার সাথে সাথে এটা ছাড়া ভাষাটা শেখা সম্ভব হবে না।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরে বা ৩ থেকে ৫ বছর বয়েসের শিশুদের বাংলা বর্ণগুলো চেনা, বলা ও লেখা শেখানোর পরে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শব্দগুলোর সাথে পরিচয় করানো দরকার। এই শব্দগুলো এখন শুধু শুনে শুনে জানলেই চলবে। এখনই বানান করে পড়তে বা লিখতে হবে না, বিশেষত যেগুলোর বানানে ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্তবর্ণ আছে। শব্দগুলো শিশুদের চেনানোর জন্য এগুলোর স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিশব্দগুলো বলে দেওয়া দরকার হবে। শব্দগুলোকে দুটো ভাগে চেনাতে হবে। প্রথমে শিশু আশেপাশে যা দেখে ও বোঝায় সেগুলোকে চিহ্নিত করা ও তারপর কিছু কাজ করা বোঝানো।

আমি	আমার	তুমি	তোমার	তুই	তোর	ও
ওর	আমরা	আমাদের	তোমরা	তোমাদের	ওরা	ওদের
নাম	মা	মাসি	পিসী	বাবা	কাকা	কাকী
মামা	মামী	দাদু	দিদা	ঠাকুরমা	ঠাকুরদা	দাদা
ভাই	দিদি	বোন	বন্ধু			

ভাত	মুড়ি	ডাল	শাক	আলু	তরকারি	মাছ	ডিম

দুধ	বিস্কুট	কেক	লজেন্স	চিনি	মিষ্টি	তেল	নুন
নোন্‌তা	নিম্‌কি	লংকা	ঝাল	তেতো	পচা	বাজে	ভাল
খারাপ	হ্যাঁ	না	কি	খাওয়া	ঘুম	স্নান, চান	

হাত	পা	কোমর	পেট	বুক	গলা	মুখ	চোখ
নাক	কান	কপাল	মাথা	হাঁটু	কনুই	নখ	দাঁত
চুল	আঙুল	ডান হাত		বাঁ হাত			

বাড়ি	ঘর	উঠোন	বারান্দা	দেওয়াল	দরজা	জানালা	পর্দা
বাথরুম	পায়খানা	স্নান	কূয়ো	কল	নলকূপ	ট্যাংক	পাইপ

বিছানা	বালিশ	চাদর	কাঁথা	কম্বল	লেপ	তোষক	জামা
প্যান্ট	ধুতি	শাড়ি	গেঞ্জি	চটি	জুতো	মোজা	গামছা
রুমাল	চিরুনি	আয়না	মাদুর	চাটাই	সাবান	ব্যাগ	থলে
ঝোলা	বস্তা	পিড়ি	ঝাঁটা	দড়ি	ফিতে	মশারি	বাক্স
মোমবাতি	দেশলাই	লণ্ঠন	টর্চ				

হাড়ি	কলসি	উনুন	জ্বালানি	হাতা	খুন্তি	চামচ	থালা
গেলাস	ঘটি	বাটি	কড়াই	বোতল	কাপ	ভাড়	ঠোঙা
চেয়ার	টেবিল	আলমারি	খাট	সুইচ	লাইট	পাখা,	
		তক্তাপোষ	হাতপাখা		বাল্ব	ফ্যান	

আকাশ	সূর্য	চাঁদ	তারা	পূর্বদিক	পশ্চিমদিক	ঝড়	বৃষ্টি
রোদ	আলো	মেঘ	বিদ্যুত	অন্ধকার	অমাবস্যা	পূর্ণিমা	বাজ
রাত	ভোর	দিন	দুপুর	বিকেল	সন্ধ্যে	আগুন	জল
শীত	গ্রীষ্ম	ঠাণ্ডা	গরম				

মাঠ	মাটি	পুকুর	নদী	নালা	খাল	পাড়	ঘাট
ইট	পাথর	বালি	জঙ্গল	ঘাস	লতা	কাঁটা	ঝোপ
গাছ	পাতা	ডাল	শিকড়	ফুল	ফল	ধান	সব্‌জি

গরু	ছাগল	কুকুর	হাঁস	মুরগি	বেড়াল	হনুমান	শেয়াল
ইঁদুর	কেঁচো	সাপ	ব্যাঙ	পাখি	প্রজাপতি	জোনাকি	পোকা
লাল	নীল	কালো	সাদা	সবুজ	হলুদ		

গ্রাম	শহর	রাস্তা	সাইকেল	মোটরগাড়ি	বাস	ট্রেন	দোকান
বাজার	টাকা	পয়সা	ইস্কুল	ক্লাব	মেলা	পরব	উৎসব

বই	খাতা	পেনসিল	স্লেট	ছবি	রঙ	চক	খেলনা
বল	লুডো	তাস	খেলা	গান	নাচ	বাজনা	

ওপর	নিচ	পাশ	এ পাশ	ও পাশ	ডান	বাঁ	দিক

কয়েকটা শব্দ — কেউ কোনো কাজ করে বলতে ব্যবহার হয়

আমি/আমরা	তুমি/তোমরা	তুই/তোরা	আপনি/আপনারা	ও/ওরা
খাই	খাও	খাস	খান	খায়
দিই	দাও	দিস	দেন	দেয়
উঠি	ওঠো	উঠিস	ওঠেন	ওঠে
খেলি	খেলো	খেলিস	খেলেন	খেলে
নিই	নাও	নিস	নেন	নেয়
নামি	নামো	নামিস	নামেন	নামে
দেখি	দেখো	দেখিস	দেখেন	দেখে
লিখি	লেখো	লিখিস	লেখেন	লেখে
ঘুমোই	ঘুমোও	ঘুমোস	ঘুমোন	ঘুমোয়
আসি	আসো	আসিস	আসেন	আসে
বসি	বসো	বসিস	বসেন	বসে
তাকাই	তাকাও	তাকাস	তাকান	তাকায়
দাঁড়াই	দাঁড়াও	দাঁড়াস	দাঁড়ান	দাঁড়ায়
হাঁটি	হাঁটো	হাঁটিস	হাঁটেন	হাঁটে
করি	করো	করিস	করেন	করে
রাখি	রাখো	রাখিস	রাখেন	রাখে

পরে শিখবে: এই কাজ শব্দগুলো একটু অন্য রূপ হয়ে যায় তুই ও আপনির ক্ষেত্রে আদেশ বা অনুরোধ করতে। সেও আবার দুই রকম হবে — এখন করা আর পরে করার কথা বলতে। যেমন,

1.তুই আয়, তুই আসবি আর 2. আপনি আসুন, আপনি আসবেন।

3.6 ইংরেজি বর্ণ উচ্চারণ ও বর্ণ সাজিয়ে শব্দ পড়া

1. ইংরেজি বর্ণ উচ্চারণ – ধ্বনি দিয়ে বলা

আমরা আগে ইংরেজি ভাষার দুই ধরনের বর্ণকে (বড় হাতের ও ছোট হাতের) নাম দিয়ে বলেছি ও লিখতে শিখেছি । এবারে শিখতে হবে বর্ণগুলো উচ্চারণ ধ্বনি দিয়ে বলা।

ছোট হাতের বর্ণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। বড় হাতের বর্ণগুলি ব্যবহার হয় বাক্যের আরম্ভে প্রথম শব্দের প্রথম বর্ণে বা কোনো নাম শব্দের প্রথম বর্ণে। ছোট হাতের বর্ণগুলিকেই বেশি করে জোর দিতে হবে লিখতে ও পড়তে। লক্ষ করো, কিছু বর্ণের একাধিক ধ্বনি হতে পারে।

বর্ণ		নাম	উচ্চারণ ধ্বনি	বর্ণ		নাম	উচ্চারণ ধ্বনি
a	A	এ	এ ে ্যা অ	n	N	এন্	ন্
b	B	বি	ব্	o	O	ও	ও অ
c	C	সি	ক্ , স্	p	P	পি	প্
d	D	ডি	ড্	q	Q	কিইউ	ক্
e	E	ই	ঈ ী এ	r	R	আর্	র্
f	F	এফ্	ফ্*	s	S	এস্	স্
g	G	জি	গ্ জ্ব	t	T	টি	ট্
h	H	এইচ্	হ্	u	U	ইউ	ইউ উ আ
i	I	আই	আই ই ি	v	V	ভি	ভ্*
j	J	জে	জ্ব	w	W	ডব্লিউ	উ ওআ
k	K	কে	ক্	x	X	এক্স	ক্স ক্স্
l	L	এল	ল্	y	Y	ওয়াই	য় আই ই
m	M	এম্	ম্	z	Z	জেড্	জ্*

এই বর্ণগুলি নাম দিয়ে না পড়ে, উচ্চারণ ধ্বনি দিয়ে পড়া অভ্যাস করতে হবে। বাংলা বর্ণ দিয়ে ইংরেজি বর্ণের ধ্বনি বোঝানোর একটা অসুবিধা মনে রাখতে হবে। বাংলায় ইংরেজির f, v, আর z-এর উচ্চারণ নেই। ইংরেজির f ও v-কে উচ্চারণ করতে জিভের ডগাকে দাঁতের তলায় ঠেকিয়ে ও সেইসঙ্গে ওপর পাটির দাঁত তলার ঠোঁটে আলতো করে ঠেকিয়ে বাংলার ফ ও ভ-কে উচ্চারণ করতে হবে। ইংরেজির z-কে উচ্চারণ করতে জিভের ডগাকে দাঁতের তলায় ঠেকিয়ে বাংলার জ-কে উচ্চারণ করতে হবে।

ইংরেজি বর্ণগুলোর মধ্যে a, e, i, o, u-কে বলা হয় স্বরবর্ণ ও বাকিগুলো হল ব্যঞ্জনবর্ণ। কয়েকটা করে বর্ণ নিয়ে বাঁদিক থেকে ডানদিকে পাশাপাশি বসিয়ে শব্দ লেখা হয় আর সেভাবেই পড়তে হয়। **ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বার বার পড়ে বলে অভ্যেস করো** । নিচের তালিকায় ইংরেজি শব্দগুলো বানান করো, পড়ো ও পাশে দেওয়া শব্দগুলো বলো বার বার । অর্থ বোঝা ও মনে রাখার প্রয়োজন নেই। ইংরেজি শব্দ পড়তে ও বলতে পারা অভ্যাস করাই এখানে উদ্দেশ্য।

2. ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্ত উচ্চারণ

প্রথমে আমরা শিখব ইংরেজি ব্যঞ্জনবর্ণ পাশাপাশি থাকলে তার যুক্ত উচ্চারণ ধ্বনি কেমন হয়, যেগুলি আমরা সাধারণত ইংরেজি শব্দে পাই।

শব্দের আরম্ভে							
বানান	পড়ো	বলো		বানান	পড়ো	বলো	
bl	ব্ল	ব্ল্যাক্,	টেবল্	br	ব্র	ব্রাদার্,	ব্রেক্
cl	ক্ল	ক্লাস্,	ক্লাব্	cr	ক্র	ক্রো,	ক্রাই
ch	চ, ক	চক্,	চেন	dr	ড্র	ড্রয়িং,	ড্রিংক্
fl	ফ্ল	ফ্লাই,	ফ্লাওয়ার্	fr	ফ্র	ফ্রুট্,	ফ্রাই
gr	গ্র	গ্রুপ্,	গ্রাস্	kn	নঃ	নোও,	নাইফ্
ph	ফ	ফোন্,	ফোটো	pl	প্ল পল্	প্লে,	কাপ্ল্
pr	প্র	প্রে,	প্র্যাকটিস্	sc	স্ক	স্কেইল্,	স্কার্ফ
scr	স্ক্র	স্ক্র্যাপ্,	স্ক্র্যাচ্	sch	স্ক	স্কুল্,	স্কীম্
sk	স্ক	স্কাই,	স্কিন্	sh	শ	শার্ট,	শ্যাম্পু
sm	স্ম	স্মেল্,	স্মাইল্	sl	স্ল	স্লেইট্,	স্লিপ্

sp	স্প	স্পীক্,	স্পাইডার্	sn	স্ন	স্নো,	স্নব্
sq	স্ক	স্কোয়্যার্,	স্কুয়িরল্	st	স্ট	স্টপ্,	স্ট্যান্ড
sw	স:	সুইচ্,	সুঈট্	str	স্ট্র	স্ট্রাইক্,	স্ট্রং
tr	ট্র	ট্র্যাম্,	ট্রী	th	দ থ	দিস্,	থিংক্
thr	থ্র	থ্রো,	থ্রী	wh	হ:	হোয়াট্,	হোয়াইট্
wr	র	রাইট্,	র‍্যাপার্				

শব্দের শেষে বা মাঝে							
বানান	পড়ো	বলো		বানান	পড়ো	বলো	
ct	ক্ট	প্যাক্ট,	ফ্যাক্ট	ck	ক্	পিক্,	কিক্
ckl	ক্ল্	সিক্ল্,	হেক্ল্	dg	:জ্	গ্রাজ্,	প্লেজ্
ff	ফ:	পাফ্,	টাফ্	ght	:ট	থঅট্,	ব্রঅট্
lt	ল্ট	কুইল্ট,	বিল্ট	ll	ল্	ফূল্,	বূল্
ld	ল্ড	বিল্ড,	ফীল্ড	mp	ম্প	জাম্প,	ক্যাম্প
nc	ন্স	প্যুডেন্স,	ফেন্স	ns	ন্স	ডিফেন্স,	টেন্স
ng	ং	ব্রিং,	সিং	nch	ঞ্চ	ব্রাঞ্চ,	ল্যঞ্চ
nk	ঙ্ক	ইঙ্ক,	ড্রিঙ্ক	nd	ন্ড	উন্ড,	ব্র্যান্ড
nkl	ঙ্কল্	এ্যাঙ্কল্,	টুইঙ্কল্	nt	ন্ট	প্রেসেন্ট,	গ্রান্ট
pth	প্থ্	ডেপ্থ		pt	প্ট	স্লেপ্ট,	কেপ্ট
rth	র্থ	আর্থ,	বার্থ	rn	র্ণ	আর্ণ,	বার্ণ
rv	র্ভ	নার্ভ,	সার্ভ	rs	র্স	নার্স,	কার্স
ft	ফ্ট্	লিফ্ট্,	শিফ্ট্	nth	ন্থ	প্লিন্থ্,	টেন্থ্

3. স্বরবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণ

a, e, i, o, u-এর উচ্চারণ ধ্বনি মূলত দুই রকমের হয় — হ্রস্ব ও দীর্ঘ। আমরা প্রথমে হ্রস্ব ধ্বনিটা কেমন হয় সেটা শিখব। হ্রস্ব উচ্চারণে a-এর উচ্চারণ এ নয়, অ্যা; e-এর উচ্চারণ ই নয়, এ বা ে-কার; i-এর উচ্চারণ আই নয়, ই বা ি-কার; o-এর উচ্চারণ ও নয়, অ; আর u-এর উচ্চারণ ইউ নয়, আ।

নিচে দেওয়া ইংরেজি শব্দগুলো বানান করে বলো ও পাশে বাংলায় দেওয়া শব্দগুলোর উচ্চারণ বার বার বলে অভ্যেস করো।

একটি ব্যঞ্জনবর্ণের আগে									
a	অ্যা	e	এ ে	i	ই ি	o	অ	u	আ
ab	অ্যাব্	eb	এব্	ic	ইক্	ob	অব্	ub	আব্
ac	অ্যাক্	ed	এড্	id	ইড্	oc	অক্	ud	আড্
ad	অ্যাড্	eg	এগ্	if	ইফ্	od	অড্	ug	আগ্
af	অ্যাফ্	ek	এক্	ig	ইগ্	og	অগ্	um	আম্
ag	অ্যাগ্	el	এল্	il	ইল্	om	অম্	un	আন্
ak	অ্যাক্	em	এম্	im	ইম্	on	অন্	up	আপ্
al	অ্যাল্	en	এন্	in	ইন্	op	অপ্	ur	আর্
am	অ্যাম্	ep	এপ্	ip	ইপ্	or	অর্	us	আস্
an	অ্যান্	et	এট্	ir	ইর্	os	অস্	ut	আট্
ap	অ্যাপ্	es	এস্	is	ইস্	ot	অট্		
aq	অ্যাক্	ex	এক্স	it	ইট্	ox	অক্স		
at	অ্যাট্			ix	ইক্স				

দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝে									
a	অ্যা	e	এ ে	i	ই ি	o	অ	u	আ
bad	ব্যাড্	den	ডেন্	big	বিগ্	bog	বগ্	bud	বাড্
pad	প্যাড্	fed	ফেড্	fit	ফিট্	dog	ডগ্	dug	ডাগ্
bat	ব্যাট্	peg	পেগ্	hit	হিট্	cog	কগ্	hum	হাম্
cat	ক্যাট্	pet	পেট্	lid	লিড্	fog	ফগ্	sum	সাম্
fat	ফ্যাট্	set	সেট্	lip	লিপ্	sop	সপ্	jug	জাগ্
sat	স্যাট্	met	মেট্	tip	টিপ্	pot	পট্	fun	ফান্
mat	ম্যাট্	pen	পেন্	sit	সিট্	not	নট্	cut	কাট্
pat	প্যাট্	let	লেট্	rib	রিব্	for	ফর্	but	বাট্
tat	ট্যাট্	bet	বেট্	rim	রিম্	rob	রব্	tub	টাব্
vat	ভ্যাট্	jet	জেট্	dim	ডিম্	sod	সড্	mud	মাড্
pan	প্যান্	yet	ইয়েট্	sim	সিম্	lot	লট্		
tan	ট্যান্	yes	ইয়েস্	sip	সিপ্				
map	ম্যাপ্								

উদাহরণ হিসাবে দেখে নেওয়া যাক bad, pad শব্দদুটি কীভাবে উচ্চারণ হবে। ad-কে আমরা উচ্চারণ করব অ্যাড্। তাহলে bad-এর উচ্চারণ হবে ব্+অ্যাড্ বা ব্যাড্, আর pad-এর উচ্চারণ হবে প্+অ্যাড্ বা প্যাড্।

দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের আগে										
	nd	nt	lt	pt	ck	ng	sh	ss	th	st
a অ্যা	and অ্যান্ড	ant অ্যান্ট	alt অ্যাল্ট	apt অ্যাপ্ট	ack অ্যাক্	ang অ্যাং	ash অ্যাশ্	ass অ্যাস্	ath অ্যাথ্	ast অ্যাস্ট
e এ ে	end এন্ড	ent এন্ট	elt এল্ট	ept এপ্ট	eck এক্	eng এং	esh এশ্	ess এস্	eth এথ্	est এস্ট
i ই ি	ind ইন্ড	int ইন্ট	ilt ইল্ট	ipt ইপ্ট	ick ইক্	ing ইং	ish ইশ্	iss ইস্	ith ইথ্	ist ইস্ট
o অ	ond অন্ড	ont অন্ট	olt অল্ট	opt অপ্ট	ock অক্	ong অং	osh অশ্	oss অস্	oth অথ্	ost অস্ট
u আ	und আন্ড	unt আন্ট	ult আল্ট	upt আপ্ট	uck আক্	ung আং	ush আশ্	uss আস্	uth আথ্	ust আস্ট

একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, পরে, ও মাঝে আগে দুটি ব্যঞ্জন বর্ণ									
a অ্যা		e এ		i ই ি		o অ		u আ	
cram	ক্র্যাম্	bred	ব্রেড্	brim	ব্রিম্	clot	ক্লট্	glut	গ্লাট্
gram	গ্র্যাম্	fret	ফ্রেট্	grim	গ্রিম্	plot	প্লট্	slut	স্লাট্
clap	ক্ল্যাপ্	stem	স্টেম্	clip	ক্লিপ্	clog	ক্লগ্	sum	সাম্
slap	স্ল্যাপ্	step	স্টেপ্	slip	স্লিপ্	flog	ফ্লগ্	stun	স্টান্
clan	ক্ল্যান্	bled	ব্লেড্	grin	গ্রিন্	crop	ক্রপ্	shut	শাট্
plan	প্ল্যান্	fled	ফ্লেড্	shin	শিন্	prop	প্রপ্	drum	ড্রাম্

আগে একটি ও পরে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ									
a অ্যা		e এ		i ই ি		o অ		u আ	
cant	ক্যান্ট	bent	বেন্ট	list	লিস্ট	bond	বন্ড	buff	বাফ্
pant	প্যান্ট	rent	রেন্ট	mist	মিস্ট	pond	পন্ড	puff	পাফ্
pack	প্যাক্	best	বেস্ট	hiss	হিস্	toss	টস্	hull	হাল্

sack	স্যাক্	test	টেস্ট	miss	মিস্	moss	মস্	lull	লাল্
gash	গ্যাশ্	felt	ফেল্ট	hill	হিল্	mock	মক্	buck	বাক্
lash	ল্যাশ্	melt	মেল্ট	fill	ফিল্	rock	রক্	luck	লাক্

আগে দুটি ও পরে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ

a অ্যা		e এ		i ই ি		o অ		u আ	
bland	ব্ল্যান্ড	blend	ব্লেন্ড	brick	ব্রিক্	broth	ব্রথ্	brunt	ব্রান্ট
gland	গ্ল্যান্ড	spend	স্পেন্ড	trick	ট্রিক্	froth	ফ্রথ্	crush	ক্রাশ্
brand	ব্র্যান্ড	crept	ক্রেপ্ট	smith	স্মিথ্	scorn	স্কর্ন	blush	ব্লাশ্
grand	গ্র্যান্ড	slept	স্লেপ্ট	stint	স্টিন্ট	scoff	স্কফ্	crust	ক্রাস্ট
blank	ব্ল্যাঙ্ক	blest	ব্লেস্ট	stilt	স্টিল্ট	cross	ক্রস্	grunt	গ্রান্ট
drank	ড্র্যাঙ্ক	crest	ক্রেস্ট	think	থিঙ্ক	frost	ফ্রস্ট	drunk	ড্রাঙ্ক

আগে তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ

a অ্যা		e এ		i ই ি		o অ		u আ	
scrap	স্ক্র্যাপ্	shred	শ্রেড্	shrimp	শ্রিম্প	strong	স্ট্রং	shrub	শ্রাব্
strand	স্ট্র্যান্ড	thresh	থ্রেশ্	strict	স্ট্রিক্ট	throng	থ্রং	shrunk	শ্রাঙ্ক
strap	স্ট্র্যাপ্	stress	স্ট্রেস্	string	স্ট্রিং	throb	থ্রব্	sprung	স্প্রাং
thrash	থ্র্যাশ্	strength	স্ট্রেংথ	thrift	থ্রিফ্ট	strop	স্ট্রপ্	thrust	থ্রাস্ট

পরে তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ

a অ্যা		e এ		i ই ি		o অ		u আ, ু	
hands	হ্যান্ডস	stench	স্টেঞ্চ	filch	ফিল্চ্	storms	স্টর্মস	bunch	বাঞ্চ
lamps	ল্যাম্পস	belch	বেল্চ্	filth	ফিল্থ্	scorch	স্কর্চ	crunch	ক্রাঞ্চ
thanks	থ্যাঙ্কস্	depth	ডেপ্থ্	pinch	পিঞ্চ	torch	টর্চ	grunts	গ্রান্টস্
bangle	ব্যাঙ্গল	smells	স্মেল্স	midst	মিড্স্ট	north	নর্থ	durst	ডার্স্ট

4. স্বরবর্ণের দীর্ঘ উচ্চারণ

ওপরে আমরা স্বরবর্ণের হ্রস্ব উচ্চারণ শিখেছি। এবার শিখব দীর্ঘ উচ্চারণ কেমন হয়। দীর্ঘ উচ্চারণ বর্ণগুলির যা নাম অনেকটা সেরকমই হয়, তাই মনে রাখতে অসুবিধা হবে না। এখানে বিস্তারিত পাঠ শিশুর রপ্ত করা নয়, পরিচিত হওয়ার জন্য রাখা। ইংরেজি বর্ণ, বিশেষত স্বরবর্ণের অনেক রকম উচ্চারণ হতে পারে একথা জানা থাকলে শিশুর পরে অসুবিধা হবে না।

স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ						
	a	e	i	o	u	y
হ্রস্ব	অ্যা	এ	ই ি	অ	আ উ	ই ি
দীর্ঘ	এ	ঈ ী	আই	ও	ইউ	ইয়

শব্দের শেষে e উচ্চারণ হয়না, কিন্তু আগের স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হয়ে যায়									
অ্যা	এ	এ	ঈ ী	ই ি	আই	অ	ও	আ	ইউ
dam	dame	met	mete	din	dine	rob	robe	tub	tube
ড্যাম	ডেএম্	মেট্	মীট্	ডিন্	ডাইন্	রব্	রোব্	টাব্	টিউব্
tap	tape	bet	bee	sit	site	for	fore	tun	tune
ট্যাপ্	টেএপ্	বেট্	বী	সিট্	সাইট্	ফর্	ফোর্	টান্	টিউন্

এই নিয়মটি আবার কিছু শব্দে পালন হয় না। সেগুলি আলাদা করে মনে রাখতে হবে, যেমন,

come	কাম্	done	ডান্	none	নান্	dove	ডাভ্	have	হ্যাভ
some	সাম্	gone	গন্	glove	গ্লভ্	love	লাভ্	one	ওয়ান্
give	গিভ্	শব্দের শেষে -tive			টিভ্	live	লিভ্, লাইভ্		

এবার দেখব শব্দবিশেষে স্বরবর্ণগুলির হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণটি বিভিন্ন হতে পারে।

a স্বরবর্ণটির উচ্চারণ

হ্রস্ব অ্যা		দীর্ঘ এ		বর্ধিত		মধ্যম	
land	ল্যান্ড	bake	বেক্	hall	হঅল্	pass	পাস্
cash	ক্যাশ্	take	টেক্	call	কঅল্	mast	মাস্ট
rat	র‍্যাট্	cake	কেক্	fall	ফঅল্	bask	বাস্ক
dash	ড্যাশ্	save	সেভ্	tall	টঅল্	task	টাস্ক

e স্বরবর্ণটির উচ্চারণ

হ্রস্ব এ		দীর্ঘ ঈ		ক্ষীণ, হ্রস্ব u-এর মতো			
fell	ফেল্	here	হীয়র্	fern	ফার্ণ	germ	জার্ম
bend	বেন্ড	mere	মীয়র্	serve	সার্ভ	term	টার্ম
send	সেন্ড	peter	পীটর্	jerk	জার্ক	serge	সার্জ

i স্বরবর্ণটির উচ্চারণ

হ্রস্ব ই		দীর্ঘ আই		ক্ষীণ, হ্রস্ব u-এর বা y-র মতো	
live	লিভ্	bind	বাইন্ড	sir	স্যর্
hill	হিল্	find	ফাইন্ড	bird	ব্যর্ড
mint	মিন্ট	mile	মাইল্	dirt	ড্যর্ট
kill	কিল্	tile	টাইল্	first	ফ্যর্স্ট

o স্বরবর্ণটির উচ্চারণ

হ্রস্ব অ		দীর্ঘ ও		oo-এর মতো		ক্ষীণ, হ্রস্ব u-এর মতো			
short	শর্ট	gold	গোল্ড	move	মুভ্	some	সাম্	done	ডান্
loss	লস্	told	টোল্ড	lose	লুসz	none	নান্	dove	ডাভ্
form	ফর্ম	roll	রোল্			love	লাভ্	come	কাম্

u স্বরবর্ণটির উচ্চারণ

হ্রস্ব আ		দীর্ঘ ইউ		ক্ষুদ্র উ				oo-এর মতো	
stuff	স্টাফ্	fuse	ফিউস্	full	ফুল্	bush	বুশ্	rule	রুল্
dust	ডাস্ট	tube	টিউব্	bull	বুল্	push	পুশ্	crude	ক্রুড্
rust	রাস্ট	fume	ফিউম্	truth	ট্রুথ্	pull	পুল্	sure	শ্যুর্

ইংরেজিতে ব্যঞ্জন বর্ণের আগে বা পরে স্বরবর্ণের উচ্চারণ বাংলায় কার-চিহ্নের মতোই হয়। কিন্তু ইংরেজিতে এই উচ্চারণ ধ্বনি এক একটা শব্দে এক এক রকম হতে পারে। আবার, দুই বা তিনটি স্বরবর্ণের মিলিত ধ্বনিও হয়। বিভিন্ন শব্দে ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিরও হেরফের হয়, কখনোবা কিছু বর্ণের ধ্বনি উচ্চারণই করা হয় না।

এগুলি আমরা ইংরেজি শেখার পরের পাঠ সংকলনে শিখব। আর শিখব, বড় বড় ইংরেজি শব্দ কীভাবে অংশ বা সিলেব্‌ল ভেঙে পড়তে হয়। আপাতত উদ্দেশ্য, শিশুদের এই উচ্চারণ ধ্বনি ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরিচয় করিয়ে রাখা, যাতে পরে অসুবিধা না হয়।

3.7 অঙ্ক পাঠ: সহজ বিয়োগের ধারণা — 10 পর্যন্ত

কোনও সংখ্যার আগে '–' চিহ্ন মানে হল বিয়োগ বা নিয়ে নেওয়া। চিহ্নটি বোঝায় প্রথম সংখ্যাটির থেকে পরের সংখ্যাটি বিয়োগ করা। লক্ষ করো প্রথম সংখ্যাটি বড় হলে তবেই সেখান থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ বা নেওয়া যায়। তা নাহলে কী হয় সেটা আমরা পরে শিখব। দুটো সংখ্যার মধ্যে বিয়োগের (–) পরে যা হয় বা পড়ে থাকে সেই সংখ্যাটির আগে '=' চিহ্নটিকে সমান চিহ্ন বলে।

নিচের ছবিতে বলগুলো গুনে সংখ্যা লেখ—

কটা বল ছিল – কটা বল নিয়ে নিলাম = কটা বল রইল

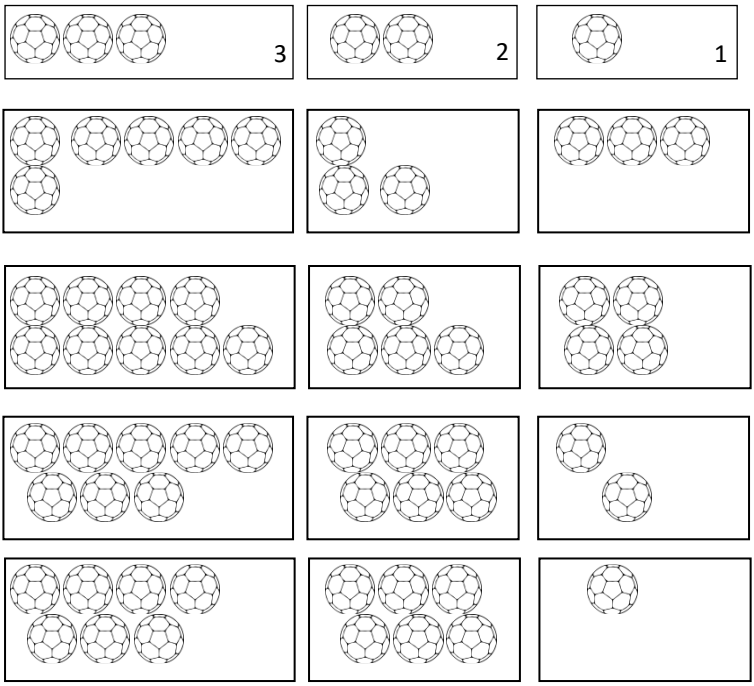

3.8 অঙ্ক পাঠ: কাঠি গুনে সংখ্যা দিয়ে বিয়োগ — 20 পর্যন্ত

বড় সংখ্যার কাঠিগুলি থেকে বিয়োগ করা বা নিয়ে নেওয়া কাঠিগুলি কেটে দিয়ে দেখ কটা কাঠি পড়ে রইল।

বিয়োগ করো	সংখ্যাটা দুটো কাঠি দিয়ে লেখো			কেটে দিয়ে কটা কাঠি রইল গুনে দেখো	সংখ্যাটা লেখো
4 – 2	IIII	–	II	= III𝍸	= 2
3 – 2	III	–	II	= I𝍸	= 1
5 – 2	IIIII	–	II	= III𝍸	= 3
8 – 3	IIIIIIII	–	III	=	=
7 – 5	IIIIIII	–	IIIII	=	=
6 – 4	IIIIII	–	IIII	=	=
7 – 3	IIIIIII	–	III	=	=
8 – 2	IIIIIIII	–	II	=	=
6 – 4	IIIIII	–	IIII	=	=
14–2	𝍸𝍸 IIII	–	II	= 𝍸𝍸 III𝍸	= 12
12–2	𝍸𝍸 II	–	II	= 𝍸𝍸 𝍸	=
15–4	𝍸𝍸 IIIII	–	IIII	= 𝍸𝍸 I𝍸𝍸	=
16–4	𝍸𝍸 IIIIII	–	IIII	= 𝍸𝍸 II𝍸𝍸	=
18–4	𝍸𝍸 IIIIIIII	–	IIII	= 𝍸𝍸 IIII𝍸𝍸	=
17–5	𝍸𝍸 IIIIIII	–	IIIII	= 𝍸𝍸 II𝍸𝍸	=
15–5	𝍸𝍸 IIIII	–	IIIII	= 𝍸𝍸 𝍸𝍸	=

3.9 অঙ্ক পাঠ: হাতের আঙুলের কর গুনে বিয়োগ—20 পর্যন্ত

একটি সংখ্যা থেকে আরেকটি সংখ্যা বিয়োগ করার সময় মনে রাখতে হবে যে সর্বদা বড় সংখ্যাটির থেকে ছোট সংখ্যাটিকে বিয়োগ করতে হয়। প্রথমে দেখো কোন্‌টি বড় সংখ্যা, যার থেকে বিয়োগ করতে হবে আর কোন্‌টি ছোট সংখ্যা, যা বিয়োগ করতে হবে। এবারে ছোট সংখ্যাটিকে হাতে রাখো ও ছোট আঙুলের এক নম্বর দাগে তার পরের সংখ্যাটা ধরে নিয়ে পর পর গুনে যাও যতক্ষণ না বড় সংখ্যাটি পাও। যে আঙুলের যে দাগে সেটা পাবে তার সংখ্যাটি হবে বিয়োগ ফল।

উদাহরণ: 9 থেকে 5 বিয়োগ করা দেখো ।

ছোট সংখ্যা 5-কে হাতে রাখো।

এবারে ছোট আঙুলের এক নম্বর দাগে 5-এর পরের সংখ্যা 6 ধরে নিয়ে পর পর গুনে যাও যতক্ষণ না 9 পাও—6, 7, 8, 9।

এই পর্যন্ত গুনলেই আমরা 4-এর দাগটিতে এসে যাই। মানে হল, 5-এর সঙ্গে 4 যোগ করে আমরা 9 পাই। তাই 9 থেকে 5 নিয়ে নিলে বা বিয়োগ করলে পড়ে থাকে 4। তাই বিয়োগ ফল হল 4।

এই ভাবে কুড়ি পর্যন্ত সব রকম বিয়োগ করা যাবে। মনে করো তোমার 17টা বল ছিল। তার থেকে 9টা বল কবিতাকে দিয়ে দিলে। তোমার কাছে কটা বল রইল? এর মানে 17 থেকে 9 বিয়োগ করলে আমরা উত্তরটা পাবো।

ছোট সংখ্যা 9-কে হাতে রাখো। এবারে ছোট আঙুলের এক নম্বর দাগে 10 ধরে নিয়ে পর পর গুনে যাও যতক্ষণ না 17 পাও — 10,11,12,13,14,15,16, 17। এই পর্যন্ত গুনলেই আমরা 8-এর দাগটিতে এসে যাই। তাই বিয়োগ ফল হল 8।

এইভাবে আরেকটি বিয়োগ করে দেখো। কবিতার কাছে 12টা বল ছিল। তার থেকে 7টা বল কবিতা তোমাকে দিয়ে দিল। কবিতার কাছে এখন কটা বল রইল?

ছোট সংখ্যা 7-কে হাতে রাখো। এবারে ছোট আঙুলের প্রথম দাগটিকে 8 ধরে নিয়ে পর পর গুনে যাও যতক্ষণ না 12 সংখ্যাটি পাও। হাতের করের 5 নম্বর দাগটিতে 12 পাবে, তাই উত্তর হবে 5।

অনুশীলন 3.1 সহজ বিয়োগ করা

কাঠি আঁকো ও তারপর গুনে বিয়োগ করো

A	B	C	D
7–5 =	9–5 =	5–3 =	8–7 =
4–4 =	8–6 =	3–2 =	9–6 =
14–2 =	16–5 =	18–7 =	13–2 =
15–4 =	19–9 =	18–8 =	14–4 =

হাতের আঙুলের কর গুনে বিয়োগ করো

19–9 =	18–9 =	12–7 =	15–7 =
18–5 =	11–7 =	11–6 =	12–6 =
12–8 =	16–12=	18–11=	19–10=
13–5 =	15–9 =	17–8 =	20–10=
19–14=	17–14=	19–11=	14–5 =
18–7 =	19–10=	17–7 =	11–3 =

অনুশীলন 3.2 একটার ওপরে আরেকটাকে সংখ্যা লিখে বিয়োগ করো।

মনে রাখো: ওপরে বড় সংখ্যাটা আর নিচে ছোট সংখ্যাটা লিখবে।
ওপরে নিচে সংখ্যা দুটোর ডানদিকের অঙ্কটা যেন এক লাইনে থাকে।
বিয়োগফল সংখ্যার অঙ্কগুলি ঠিক ঠিক নিচের ঘরেই লিখতে হবে।

19 − 8 =	18 − 7 =	18 − 7 =	13 − 3 =
18 − 5 =	13 − 2 =	19 − 6 =	18 − 6 =
17 − 3 =	16 − 12 =	18 − 11 =	19 − 10 =
17 − 7 =	15 − 4 =	17 − 6 =	20 − 10 =
19 − 14 =	17 − 14 =	19 − 11 =	15 − 12 =
18 − 4 =	19 − 10 =	17 − 3 =	14 − 13 =

3.10 অঙ্ক পাঠ: 100 পর্যন্ত সংখ্যা চেনা, বোঝা, পড়া, বলা ও লেখা

পড়ো	কাঠি গুনে সংখ্যাটা বোঝো	বলো	লেখো
কিচ্ছু নেই	0	শূন্য	0
একটা আছে	I	এক	1
দুটো আছে	I I	দুই	2
তিনটে আছে	I I I	তিন	3
চারটে আছে	I I I I	চার	4
পাঁচটা আছে	I I I I I	পাঁচ	5
ছটা আছে	I I I I I I	ছয়	6
সাতটা আছে	I I I I I I I	সাত	7
আটটা আছে	I I I I I I I I	আট	8
নটা আছে	I I I I I I I I I	নয়	9
দশটা আছে (আর নেই)	I I I I I I I I I I	দশ	10

এইভাবে এক দশের ঘরের সংখ্যা পড়ো

পড়ো	কাঠি গুনে সংখ্যাটা বোঝো	বলো	লেখো
এক দশ এক	IIIIIIIIII I	এগারো	11
এক দশ দুই	IIIIIIIIII I I	বারো	12
এক দশ তিন	IIIIIIIIII I I I	তেরো	13
এক দশ চার	IIIIIIIIII I I I I	চোদ্দ	14
এক দশ পাঁচ	IIIIIIIIII I I I I I	পনেরো	15
এক দশ ছয়	IIIIIIIIII I I I I I I	ষোল	16
এক দশ সাত	IIIIIIIIII I I I I I I I	সতেরো	17
এক দশ আট	IIIIIIIIII I I I I I I I I	আঠারো	18
এক দশ নয়	IIIIIIIIII I I I I I I I I I	উনিশ	19
এক দশ আর দশে দুই দশ	IIIIIIIIII IIIIIIIIII	কুড়ি	20

এরপর দুই দশ কুড়ির ঘরের সংখ্যা পড়ো

পড়ো	কাঠি গুনে সংখ্যাটা বোঝো	বলো	লেখো
দুই দশ এক	𝍸 𝍸 |	একুশ	21
দুই দশ দুই	𝍸 𝍸 ||	বাইশ	22
দুই দশ তিন	𝍸 𝍸 |||	তেইশ	23
দুই দশ চার	𝍸 𝍸 ||||	চব্বিশ	24
দুই দশ পাঁচ	𝍸 𝍸 |||||	পঁচিশ	25
দুই দশ ছয়	𝍸 𝍸 ||||||	ছাব্বিশ	26
দুই দশ সাত	𝍸 𝍸 |||||||	সাতাশ	27
দুই দশ আট	𝍸 𝍸 ||||||||	আঠাশ	28
দুই দশ নয়	𝍸 𝍸 |||||||||	উনত্রিশ	29
দুই দশ আর দশে তিন দশ	𝍸 𝍸 𝍸	ত্রিশ	30

এরপর তিন দশ ত্রিশের ঘরের সংখ্যা পড়ো

তিন দশ এক	𝍸 𝍸 𝍸 |	একত্রিশ	31
তিন দশ দুই	𝍸 𝍸 𝍸 ||	বত্রিশ	32
তিন দশ তিন	𝍸 𝍸 𝍸 |||	তেত্রিশ	33
তিন দশ চার	𝍸 𝍸 𝍸 ||||	চৌত্রিশ	34
তিন দশ পাঁচ	𝍸 𝍸 𝍸 |||||	পঁয়ত্রিশ	35
তিন দশ ছয়	𝍸 𝍸 𝍸 ||||||	ছত্রিশ	36
তিন দশ সাত	𝍸 𝍸 𝍸 |||||||	সাঁইত্রিশ	37
তিন দশ আট	𝍸 𝍸 𝍸 ||||||||	আটত্রিশ	38
তিন দশ নয়	𝍸 𝍸 𝍸 ||| ||||||	উনচল্লিশ	39
তিন দশ আর দশে চার দশ	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	চল্লিশ	40

এরপর চার দশ চল্লিশের ঘরের সংখ্যা পড়ো

পড়ো	কাঠি গুনে সংখ্যাটা বোঝো	বলো	লেখো
চার দশ এক	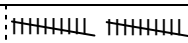	একচল্লিশ	41
চার দশ দুই	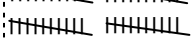	বিয়াল্লিশ	42
চার দশ তিন	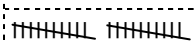	তেতাল্লিশ	43
চার দশ চার	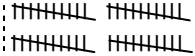	চুয়াল্লিশ	44
চার দশ পাঁচ	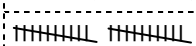	পঁয়তাল্লিশ	45
চার দশ ছয়	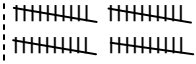	ছেচল্লিশ	46
চার দশ সাত	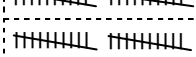	সাতচল্লিশ	47
চার দশ আট		আটচল্লিশ	48
চার দশ নয়	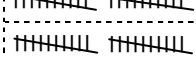	উনপঞ্চাশ	49
চার দশ আর দশে পাঁচ দশ	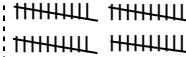	পঞ্চাশ	50

এরপর পাঁচ দশ পঞ্চাশের ঘরের সংখ্যা পড়ো

পাঁচ দশ এক	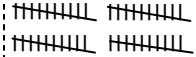	একান্ন	51
পাঁচ দশ দুই	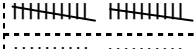	বাহান্ন	52
পাঁচ দশ তিন	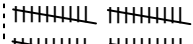	তিপান্ন	53

পাঁচ দশ চার	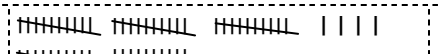	চুয়ান্ন	54
পাঁচ দশ পাঁচ	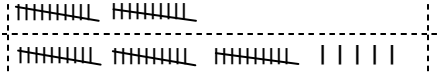	পঞ্চান্ন	55
পাঁচ দশ ছয়	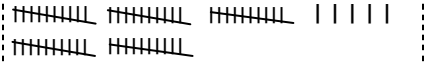	ছাপ্পান্ন	56
পাঁচ দশ সাত	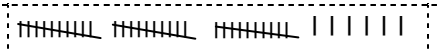	সাতান্ন	57
পাঁচ দশ আট	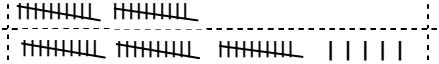	আটান্ন	58
পাঁচ দশ নয়	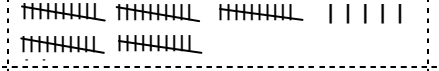	উনষাট	59
পাঁচ দশ আর দশে ছয় দশ	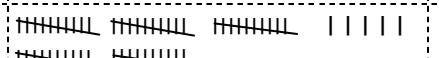	ষাট	60

ছয় দশ ষাটের ঘরের সংখ্যা পড়ো

ছয় দশ এক	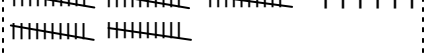	একষট্টি	61
ছয় দশ দুই	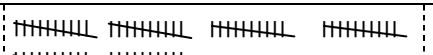	বাষট্টি	62
ছয় দশ তিন	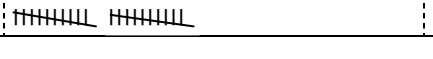	তেষট্টি	63
ছয় দশ চার	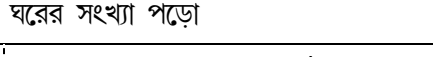	চৌষট্টি	64
ছয় দশ পাঁচ	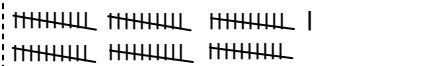	পঁয়ষট্টি	65
ছয় দশ ছয়	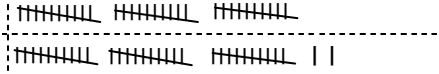	ছেষট্টি	66
ছয় দশ সাত	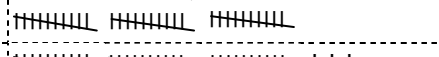	সাতষট্টি	67

ছয় দশ আট	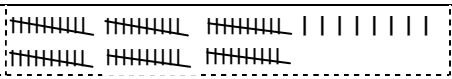	আটষট্টি	68
ছয় দশ নয়	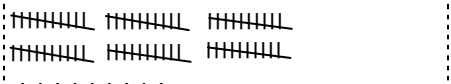	উনসত্তর	69
ছয় দশ আর দশে সাত দশ	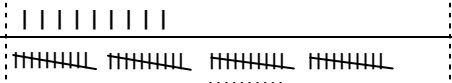	সত্তর	70

সাত দশ সত্তরের ঘরের সংখ্যা পড়ো

সাত দশ এক	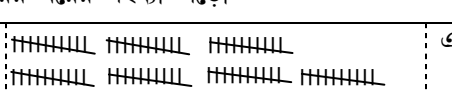	একাত্তর	71
সাত দশ দুই	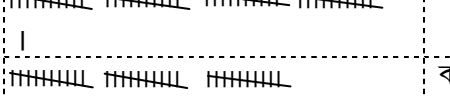	বাহাত্তর	72
সাত দশ তিন	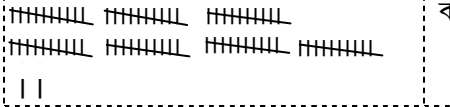	তিয়াত্তর	73
সাত দশ চার	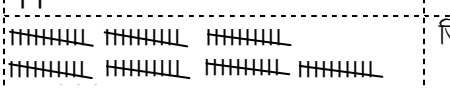	চুয়াত্তর	74
সাত দশ পাঁচ	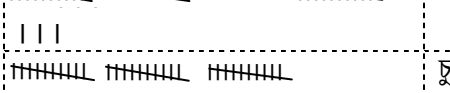	পঁচাত্তর	75
সাত দশ ছয়	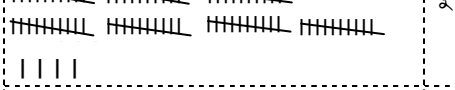	ছিয়াত্তর	76
সাত দশ সাত	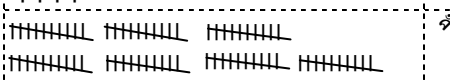	সাতাত্তর	77

সাত দশ আট	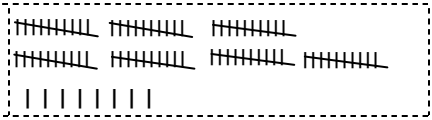	আটাত্তর	78
সাত দশ নয়	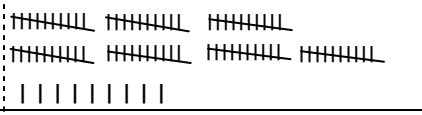	উনআশি	79
সাত দশ আর দশে আট দশ	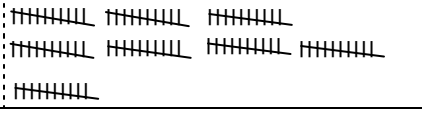	আশি	80

আট দশ আশির ঘরের সংখ্যা পড়ো

আট দশ এক	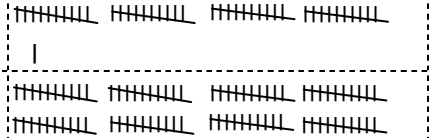	একাশি	81
আট দশ দুই	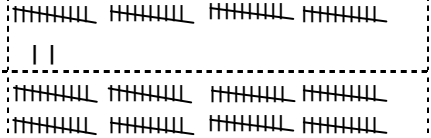	বিরাশি	82
আট দশ তিন	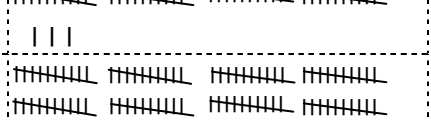	তিরাশি	83
আট দশ চার	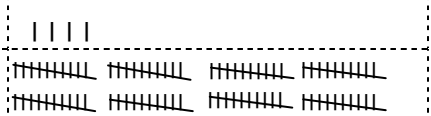	চুরাশি	84
আট দশ পাঁচ	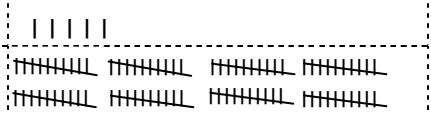	পঁচাশি	85
আট দশ ছয়		ছিয়াশি	86

আট দশ সাত	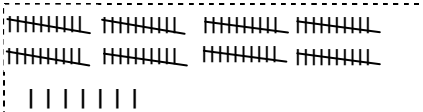	সাতাশি	87
আট দশ আট	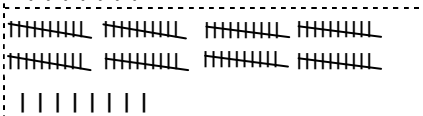	অষ্টআশি	88
আট দশ নয়	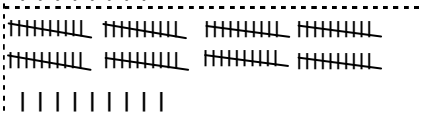	উননব্বই	89
আট দশ আর দশে নয় দশ	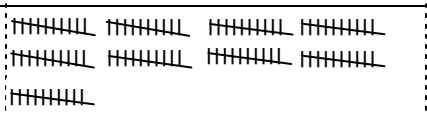	নব্বই	90

নয় দশ নব্বই-এর ঘরের সংখ্যা পড়ো

নয় দশ এক	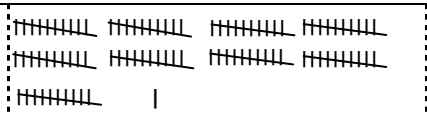	একানব্বই	91
নয় দশ দুই	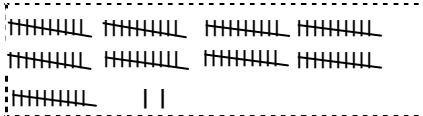	বিরানব্বই	92
নয় দশ তিন	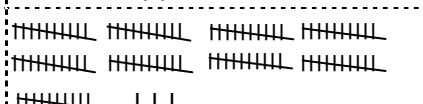	তিরানব্বই	93
নয় দশ চার	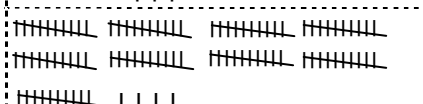	চুরানব্বই	94
নয় দশ পাঁচ	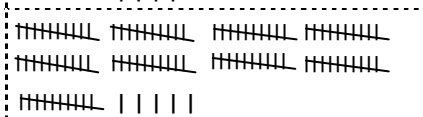	পঁচানব্বই	95

নয় দশ ছয়	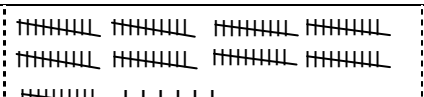	ছিয়ানব্বই	96
নয় দশ সাত	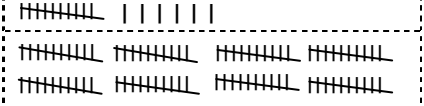	সাতানব্বই	97
নয় দশ আট	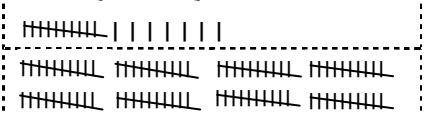	আটানব্বই	98
নয় দশ নয়	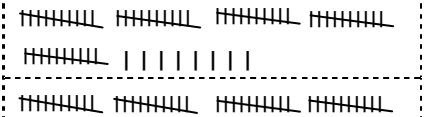	নিরানব্বই	99
নয় দশ আর দশে দশ দশ	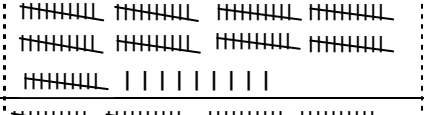	একশ	100

3.11 অঙ্ক পাঠ: সংখ্যার দশের ঘর ও একের ঘর বোঝা

একের ঘর / দশের ঘর	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

লক্ষ করো ওপরের তালিকায় সংখ্যাগুলি পাশাপাশি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে ও ওপর থেকে নিচে কীভাবে বাড়ছে।

- বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাশাপাশি বাড়ছে এক এক করে 9 পর্যন্ত, যা সংখ্যাগুলির ডান দিকের ঘরটাতে দেখা যাচ্ছে।
- ওপর থেকে নিচে বাড়ছে দশ দশ করে, যা সংখ্যাগুলির বাঁ দিকের ঘরটাতে দেখা যাচ্ছে।
- তাহলে আমরা বলব, যে কোনও দুই ঘরের (অঙ্কের) সংখ্যার ডানদিকের ঘরের অঙ্কটা বোঝায় সংখ্যাটিতে কটা এক আছে আর বাঁ দিকের ঘরের অঙ্কটা বোঝায় কটা দশ আছে।

পাঠ পরিকল্পনা – চতুর্থ ধাপ

বাংলা

1. বানান না-করে টানা পড়তে শেখা (ছড়া)
2. ঠিকভাবে পেনসিল ধরা ও টানা হাতে বাংলা লেখা
3. অর্থ বুঝে বাক্য পড়তে শেখা (গদ্য) —প্রশ্ন ও উত্তর লেখা

ইংরেজি

4. কয়েকটা সাধারণ শব্দ জানা, পড়া, বলা
5. টানা হাতে ইংরেজি লেখা

অঙ্ক

6. 100 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন
7. 100 পর্যন্ত সংখ্যার সহজ যোগ ও বিয়োগ

শিশুদের বই দেওয়ার সময় অবশ্যই বলে দিতে হবে বইয়ের যত্ন নিতে

বই উল্টো ভাঁজ করবে না, দুটো পাতাই খোলা থাকবে ।
পাতা মুড়বে না, কোনও দাগ কাটবে না ।

4.1 বাংলা পাঠ: বানান না-করে টানা পড়তে শেখা (ছড়া)

এই পর্যন্ত শিশুরা শিখেছে বাংলা বর্ণগুলো আলাদা আলাদা করে পড়তে ও লিখতে, তারপর বর্ণগুলো পাশাপাশি জুড়ে কিছু শব্দ ও সেখানে কার-চিহ্ন আর যুক্তবর্ণ । আর শিখেছে বানান করে শব্দগুলোকে পড়া। এবারে ওদের শিখতে হবে—

১. শব্দগুলো লিখে যে বাক্য তৈরি হয়, তা বানান না-করে টানা পড়া,

২. টানা হাতের বাংলা লেখা, ও

৩. পড়ার সাথে সাথে বাক্যটার অর্থও বুঝতে পারা । এটাই লেখা-পড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু গড়গড় করে টানা পড়তে পারলেই হয়না।

ছড়া পড়া

বানান না-করে টানা পড়ার অভ্যেসটা শুরু করতে হবে ছড়া পড়া দিয়ে। ছড়াগুলোর বেশ কয়েকটা হয়তো শিশুদের মুখস্থ হয়েই আছে, বার বার আবৃত্তি করে। এগুলোই এবার ওদের পড়তে দিতে হবে। কিন্তু এবার আর আবৃত্তি নয়। যেহেতু ছড়াটা তাদের জানা, তাই না পড়েই তারা ছড়াটা বলে ফেলতে পারে। এটা যেন না হয়। পড়তে শেখাতে হবে। পড়তে হবে বানান না-করে প্রতিটা শব্দে আঙুল দিয়ে খুব ধীরে ধীরে, প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে।

দোল দোল দুলুনি রাঙা মাথায় চিরুনি বর আসবে এক্ষুনি নিয়ে যাবে তক্ষুনি।	তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা, খায় দায় গান গায়— তাই রে নাই রে না।
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে? হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে।	খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে? ঘরেতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।

খোকা যাবে রথে চড়ে ব্যাঙ হবে সারথি, মাটির পুতুল লটর পটর পিঁপড়ে ধরে ছাতি।	সোনা নাচে কোনা বলদ বাজায় ঢোল, সোনার বউ রেঁধে রেখেছে ইলিশ মাছের ঝোল।
খোকন খোকন করে মায় খোকন গেছে কাদের নায়ে? সাতটা কাকে দাঁড় বায় খোকন রে তুই ঘরে আয়।	কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি কাপড় কেচে দে, তোর বিয়েতে নাচতে যাব, ঝুমকো কিনে দে।
খুকু করে রান্না, তাই খেয়ে কাকাবাবু জুড়ে দিল কান্না, মামা এসে মুখে দিয়ে আর খেতে চান না।	খোকাবাবু যায় লাল জুতো পায়, বড় বড় দিদিরা সব উঁকি মেরে চায়, খোকা ফিরে না তাকায়।
হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম তাদের খাড়া দুটো শিঙ তারা হাট্টিমা টিম টিম।	খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে। ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।
উদবিড়ালে খুদ খায় চালে নাচে ফিঙে, পুঁটি মাছে গীত গায় মাগুর বাজায় শিঙে।	কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল? তাইতে খোকা রাগ করেছে ভাত খায়নি কাল।
আতা গাছে তোতাপাখি ডালিম গাছে মউ, এত ডাকি তবু কথা কও না কেন বউ?	আয়রে পাখি লেজ-ঝোলা খোকন নিয়ে কর খেলা। খাবি দাবি কলকলাবি খোকনকে মোর ঘুম পাড়াবি।
খোকন খোকন ডাক পাড়ি খোকন গেছে কার বাড়ি? আয় রে খোকন বাড়ি আয়, দুধমাখা ভাত কাকে খায়।	কোথায় আমার চাঁদমণি মুচকি হাসি মুখখানি? ঝাঁপিয়ে কোলে আয় দেখি মা গাল ভরে দিই হাজার চুমা।

খোকা যাচ্ছে মামার বাড়ি খেয়ে যাবে কী? ঘরে আছে গমের ময়দা শিকেয় আছে ঘি। একটুখানি দাঁড়াও খোকা লুচি ভেজে দিই।	কুকুর বাজায় টুমটুমি বানর বাজায় ঢোল, টুনটুনিতে টুনটুনাল ইঁদুর বাজায় খোল। সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচুনি চেয়ে দেখরে খোকনমণি।
দিদিমণির কোলে খুকুমণি দোলে। খুকু নড়লে নড়ে মাথার চুল, খুকুর মাথায় চাঁপাফুল।	গড়গড়ার মা লো — তোর গড়গড়াটা কই? হালের গোরু বাঘে খেয়েছে পিঁপড়ে টানে মই।
আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি। রেল কাম ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম। বলে গেছেন ডাক্তারবাবু, জল সাবু আর পাতিলেবু উপবাস তিনটি দিন অমাবস্যায় ঘোড়ার ডিম।	ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো, খাট নেই পালঙ নেই চোখে এসে বসো। বাটা ভরা পান দেব গাল ভরে খেও, খোকার চোখে ঘুম নাই ঘুম দিয়ে যেও।
নোটন নোটন পায়রাগুলো ঝোটন বেঁধেছে, ওপারেতে ছেলেমেয়েরা নাইতে নেমেছে। দুই ধারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে, কে দেখেছে, কে দেখেছে? দাদা দেখেছে। দাদার হাতে কলম ছিল, ছুড়ে মেরেছে— উঃ, দাদা বড্ড লেগেছে।	ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি চাম কাটে মজুমদার; ধেয়ে এলো দামোদর দামোদরের হাঁড়িকুঁড়ি, দুয়ারে বসে চাল কুটি চাল কুটতে হল বেলা, ভাত খাও'সে দুপুরবেলা, ভাতে পড়ল মাছি, কোদাল দিয়ে চাঁছি, কোদাল হল ভোঁতা খাও শেয়ালের মাথা।

দাদাভাই, চালভাজা খাই, ময়নামাছের মুড়ো। হাজার টাকার বউ এনেছি খাঁদা নাকের চূড়ো। খাঁদা হোক, বোঁচা হোক সব সইতে পারি, ঝামটা কাটা মুখ নাড়াটা ওই জ্বালাতেই মরি।	চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে রাত কেটেছে কত, তাইতে সোনা চাঁদের কণা পেয়েছি মনের মতো। ধনকে নিয়ে বনকে যাব আর করব কী? চুপটি করে বসে ধনের মুখটি নিরিখি।
মাসি পিসি বনগাঁবাসী, কখনও মাসি বলে না যে, খই মোয়াটা ধর। কীসের মাসি, কীসের পিসি কীসের বৃন্দাবন, এতদিনে জানলাম আমি, মা বড় ধন।	দোল দোল দোল কীসের এত গোল? খোকা যাবে বিয়ে কত্তে সাথে ছশো ঢোল। থামল ঢোলের রব খোকনমণি ঘুমিয়ে প'ল শান্ত হল সব।
কালিয়ে সোনা চাঁদের কণা, পেয়েছি মনের মতো, না জানি নদীর কূলে তপ করেছি কত।	আয় রে আয় মেনি খোকার দুধে চিনি। দুধু খাবেনা, রাগ করেছে খোকন যাদুমণি।
ফুলপরী ফুলপরী, দাও রাঙা ফুল, খুকুর কানে পরিয়ে দাও, ঝুমকো লতার দুল।	ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে, নাচে ইলিশ মাছ, কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে, ভাঙছে কত গাছ।
ওখানে কে রে? আমি খোকা। মাথায় কি রে? আমের ঝাঁকা। খাস না কেন রে? দাঁতে পোকা। বিলোস না কেন রে? ওরে বাবা।	আমপাতা জোড়া জোড়া মারব চাবুক চলবে ঘোড়া। ওরে বিবি সরে দাঁড়া আসছে আমার পাগলা ঘোড়া। পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে বন্দুক ছুড়ে মেরেছে। অলরাইট ভেরি গুড, মেম খায় চা-বিস্কুট।

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল শ্যামলা গেল হাটে, শ্যামলাদের ছেলে দুটো পথে বসে কাঁদে। আর কেঁদো না, আর কেঁদো না ছোলা ভাজা দেব, আর যদি না কাঁদো বাছা কোলে তুলে নেব। তবুও যদি কাঁদো তবে তুলে আছাড় দেব।	আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ বাজে, বাজাতে বাজাতে চলল ঢুলি, ঢুলি গেল সেই কমলাপুলি, কমলাপুলির টিয়ে টা সুয্যিমামার বিয়ে টা। আয় লবঙ্গ হাটে যাই ঝালের নাড়ু কিনে খাই, ঝালের নাড়ু বড় বিষ ফুল ফুটেছে ধানে শিষ।
আয়রে আয় টিয়ে না'য়ে ভরা দিয়ে। না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে তাই না দেখে ভোঁদর নাচে, ওরে ভোঁদর ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।	আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড় কলা বাদুড়ের বে— টোপর মাথায় দে। দেখতে যাবে কে? চামচিকেতে বাজনা বাজায় খ্যাংরা কাঠি দে।
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কন্যে দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান, এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান। বাপের বাড়ির তেল সিঁদুর, মালীদের ফুল, এমন খোঁপা বেঁধে দেব, হাজার টাকার মূল।	আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা মাছ কুটলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, কালো গরুর দুধ দেব, দুধ খাওয়ার বাটি দেব— চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা, সোনার কপালে আমার টি দিয়ে যা।
খোকা খেলে কোনখানে? শাল পিয়ালের বন পানে; সেখানে খোকা কী করে? থোকা থোকা ফুল পাড়ে।	হাঁকিয়ে দিয়ে "ট্যাক্সি" কাল আসছিল এক খ্যাঁকশিয়াল, সামনে এলে দেখতে পাই ক্ষ্যান্তমাসির নাতজামাই।

রামদীন পালোয়ান গায়ে দিয়ে আলোয়ান, বের হয়ে বাড়ি থেকে আঁধারেতে প্যাঁচা দেখে, চেঁচিয়ে সে বলে ডেকে, ''আলো আন, আলো আন।''	দাদুর মাথায় টাক ছিল, সেই টাকে তেল মাখছিল, এমন সময় বোলতা এসে হুল ফুটিয়ে পালায় শেষে, ঘুলিয়ে দিল বুদ্ধি দাদুর, ফুলিয়ে দিল টাকটারে, কাঁদল দাদু ব্যথার চোটে, আনল ডেকে ডাক্তারে।
ঠ্যাঙ খোঁড়া ওই হ্যাংলা ঘোড়ার নাইকো জুড়ি আর। তার ওপরে বসল চেপে হোঁতকা ভুড়িদার। পাঁচমণ সেই বোঝার ভারে হ্যাংলা ঘোড়া চলতে নারে, চিঁহি চিঁহি মিহি সুরে ডাকল কুড়িবার; বৃথাই তারে কোঁতকা মারে হোঁতকা ভুড়িদার।	ঠাকুরদাদার মুখটি ভরা লম্বা ছিল দাড়ি, সকালবেলা মাঠের পথে ফিরছিল সে বাড়ি। এমন সময় পথের বাঁকে ব্যাঙ-বাবাজি ডাকতে থাকে, তাই না শুনে ঠাকুরদাদার চমকে ওঠে নাড়ি, ডিগবাজি খায় পথের মাঝে বিকট আওয়াজ ছাড়ি।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে, মাথায় খোলা ছাতা, হাঁস-বাবাজি খোসমেজাজে যাচ্ছে কলিকাতা। হিজলতলায় পিছল বেজায়, উলটে পড়ে ঠ্যাঙ ভেঙে যায়। তাইনা দেখে চ্যাংড়া ব্যাঙা বলল মাথা ঝেঁকে, ''হাঁস-বাবাজি ঠ্যাঙটি সারাও হাসপাতাল থেকে।''	খুড়োর ছিল উড়োজাহাজ, কল ছিল তার ভাঙা, সেই জাহাজে চলল খুড়ো শূন্যে পারুলডাঙা। গোত্তা খেয়ে মাঝ-আকাশে পড়ল খুড়ো নদীর পাশে, লজ্জা আর অপমানে মুখটি হল রাঙা, নদীর জলে সাঁতরে খুড়োর মনটি হল চাঙা।
নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে তাই না দেখে গাধা, মনের সুখে গান ধরেছে—	গামছা গলে রাম-ছাগলে খামখেয়ালে নাচছে, বিকট নাচের ভঙ্গি দেখে

সা-রে-গা-মা-পা-ধা। উঠল কেঁপে ও-পাড়া দৌড়ে এল ধোপারা, গায়ক গাধার গানের মাঝে পড়ল এবার বাধা; লাঠির চোটে কান্না ছোটে, গান হল না সাধা।	বেজায় হাসি পাচ্ছে। তালতলাতে যেমনি নাচে, দুম করে তাল পড়ল কাছে, তালের দেখা পেয়ে তার বড়ই খুশি চিত্ত, বেতাল ছেড়ে করল এবার নতুন তালে নৃত্য।
এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর, তারই মাঝে বসে আছেন শিব সওদাগর। শিব গেলেন শ্বশুরবাড়ি, বসতে দিল পিঁড়ে, জলপান করতে দিল, শালিধানের চিঁড়ে। শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই, মোটা মোটা সবরি কলা, আর কাগামারি দই।	আলুর পাতা থালু রে ভাই ভেরেন্ডা পাতা দই, সকল জামাই খেয়ে গেল মেজ জামাই কই? ওই আসছে ওই আসছে মাঠ আলো করে, নেচে নেচে হেলেদুলে ঢাকাই কাপড় পরে। কাপড় দিলাম চোপড় দিলাম, কন্যে দিলাম দানে, তবু জামাই ভাত খান না, কীসের অভিমানে?
হনুমানের লেজটি ছিল বেজায় রকম লম্বা, জলার ধারে ফলার সারে, খায় সে পাকা রম্ভা। হঠাৎ লাগে বাগড়া, জলায় ছিল কাঁকড়া, বাগিয়ে দাঁড়া কামড় লাগায় হনুমানের পুচ্ছে, রম্ভা খাওয়া ছেড়ে হনু লম্ফ লাগায় উচ্চে।	এই মোলো তুই শেষে পুঁটি মাছ ধরলি? মিছিমিছি ওরে ভোঁদা ছি ছি একী করলি! পুকুরের কাছাকাছি সারাদিন বসে আছি, বড় মাছ পেলে তার ঘাড় দেব মটকে, না পেলেও ক্ষতি নাই পড়ব রে সটকে।

বেচারাম ডিম বেচে, কেনারাম কেনে, সেই ডিম রাখে কেনা হাঁড়ি ভরে এনে। একদিন ডিম ফুটে, বের হল বিদঘুটে কালো কালো কদাকার দাঁড়কাকগুলো, কেনা বলে, বেচারাম চোখে দিল ধুলো।	এক যে রাজা, সে খায় খাজা, তার যে রানি, সে খায় ফেনি, তার যে ব্যাটা, সে খায় পাঁঠা, তার যে চাকর, সে খায় পাঁপড়, তার যে ঝি, সে খায় ঘি, আর দেয় ঘুম, তালগাছ পড়ে দুম।

4.2 বাংলা পাঠ: ঠিক ভাবে পেনসিল ধরা ও টানা হাতে বাংলা লেখা

ঠিক ভাবে পেনসিল ধরা শেখো

টানা হাতে বাংলা লেখার উদ্দেশ্য হল, যাতে তরতর করে লিখতে পারা যায়। বাক্য বা কথাগুলো যেমন যেমন মনে আসবে, তা যেন আমরা চট করে লিখে ফেলতে পারি স্বচ্ছন্দে। এর জন্য আমাদের প্রথমে শিখতে হবে ঠিকভাবে পেনসিল ধরা। একেবারে ছোট শিশুরা (৩-৪ বছর বয়েস পর্যন্ত) প্রথম প্রথম লেখা বা আকাঁর সময় রঙ পেনসিল বা স্লেটের চক পেনসিল ধরে নানাভাবে। সেটাই স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাদের পেনসিল ধরাটা পাল্টায়। নিচের ছবিতে এটা দেখানো হল।

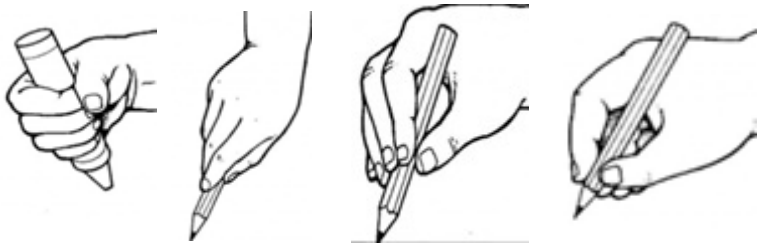

১.	২.	৩.	৪.
২ বছর বয়েস	৩-৪ বছর বয়েস	৪-৫ বছর বয়েস	৫-৭ বছর বয়েস

সমস্যা হল অনেক সময়ে দেখা যায় শিশুর পেনসিল ধরাটা ৩ নম্বর ধাপেই আটকে আছে। তাই তাকে শেখাতে হয় ৪ নম্বর ছবিটার মতো করে পেনসিল ধরা। টানা হাতে লেখার জন্য দরকার হয় এই ৪ নম্বর ছবিটার মতো করে পেনসিল ধরা। পেনসিল ধরতে হবে প্রথম দুটো আঙুল

(বুড়ো আঙুল ও তর্জনী) দিয়ে, ও পেনসিলের নিচে থাকবে মাঝের আঙুলটা (মধ্যমা)। শেষ দুটো আঙুল (অনামিকা ও কনিষ্ঠা) ভাঁজ করে হাতের মুঠোর মতো হয়ে থাকবে।

এইভাবে পেনসিল ধরার কারণ—

- পেনসিল ধরা হবে হাল্কাভাবে, জোরে চেপে নয়; আর
- লেখার সময় যাতে কাগজে বেশি চাপ না দেওয়া হয়। বেশি চাপ দেওয়া হলে হাত দ্রুত চলবে না।

পেনসিল ধরতে শেখানোর একটা উপায় হল, শিশুর হাতে ছোট্ট কিছু একটা টুক্‌রো—চক, রবার, বা পাথর— দিয়ে বলতে হবে, ওটা শেষ দুটো আঙুল দিয়ে হাতের মুঠোয় রেখে প্রথম তিনটে আঙুল দিয়ে পেনসিল ধরতে।

টানা হাতে বাংলা লেখা

আমরা শিশুদের বাংলা বর্ণ (অক্ষর) গুলো চিনিয়েছি ছাপার হরফে। কিন্তু টানা হাতে লেখার সময় এগুলো অন্যরকম দেখতে হয়ে যায়। বাংলা টানা হাতে লেখার হরফের কোনও নির্দিষ্ট গঠন নেই (পরে দেখবে, ইংরেজিতে আছে)। প্রত্যেকেরই হাতের লেখার নিজস্ব ধরন হয়, যার যেভাবে লিখতে সুবিধা। তাই বাংলা টানা হাতে লেখার হরফগুলো এক একজনের লেখার টানে এক একরকম হয়ে যায়, যদিও মূল গঠনটা মোটের ওপর একই থাকে। টানা হাতে লেখার জন্য মনে রাখতে হবে—

- বাক্যের এক একটা শব্দের মাঝে ফাক রাখতে হবে, আর এক একটা শব্দের বর্ণগুলোকে লিখতে হবে যতদূর সম্ভব এক টানে । চেষ্টা করতে হবে, যেখানে সম্ভব, শব্দের একটা বর্ণ লিখে তারই টানে, পেনসিল না তুলে, পরের বর্ণটা লেখার।
- আগে আমরা এক একটা বর্ণ লেখার সময় শিখিয়েছি আগে বর্ণটার মাত্রা দিয়ে নিতে। টানা লেখার সময় এটা হবে না। আগে মাত্রা দিতে হবে না। লেখার টানে খানিকটা করে মাত্রা আপনি আসবে এক একটা বর্ণে ।

টানা হাতে বাংলা লেখার কয়েকটা ছবি দেওয়া হল, যা থেকে আন্দাজ পাওয়া যাবে কীভাবে টানা হাতে লেখা হয়।

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ
স হ ড় ঢ় য়

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি

বাসন্তিকা।

এই কথাটি মনে রেখো, —
তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে,
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

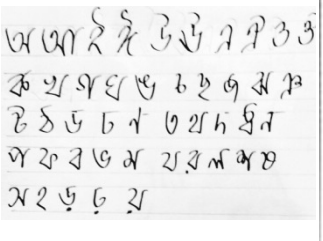

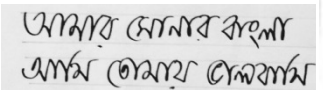

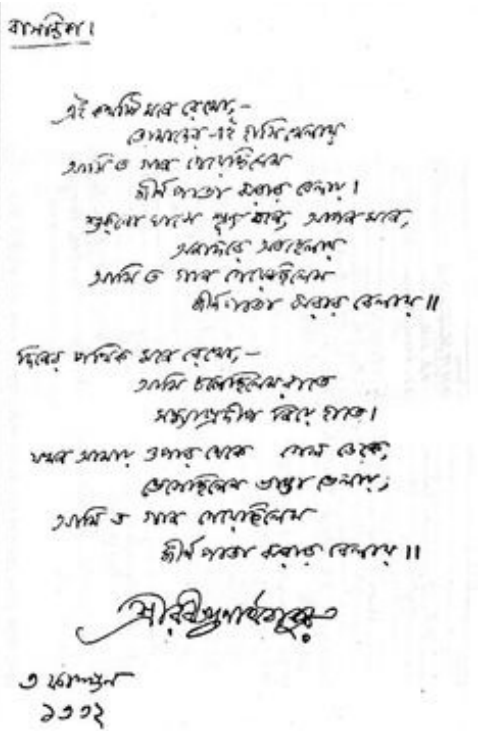

দিনের পথিক মনে রেখো, —
আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ও পার থেকে গেল ডেকে,
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়;
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ ফাল্গুন
১৩৩২

নিচের এই লেখাটা সম্পূর্ণ করে এটাই বার বার লিখে অন্তত দশ পাতা টানা হাতে লেখা অভ্যেস করতে হবে।

আমার নাম ....। আমি ....
.... জেলার .... শহরের কাছে
.... গ্রামে থাকি। আমার বাবার
নাম .... আর মায়ের নাম হল ......
.... ।

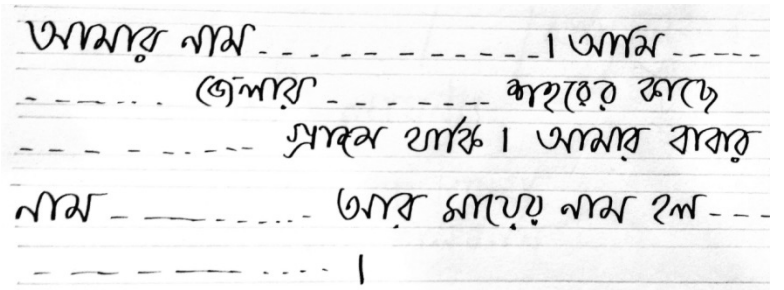

4.3 অর্থ বুঝে বাক্য পড়তে শেখা (গদ্য) — প্রশ্ন ও উত্তর লেখা

বানান না-করে গড়গড় করে টানা পড়তে শেখাটাই সব নয়। এরপর শিখতে হবে বাক্যগুলো পড়ার সাথে সাথে অর্থটাও বোঝা। তাই এবার আর তাড়াতাড়ি গড়গড় করে পড়া নয় । **পড়তে হবে এক একটা করে বাক্য, থেমে থেমে বাক্যের অর্থ বুঝে নিয়ে**। এটা শিখব কীভাবে—

- প্রত্যেকটা বাক্য শেষ হয় দাঁড়ি চিহ্নটা দিয়ে। তাই এখানে থামতে হবে । পরের বাক্যটা পড়তে শুরু করার আগে ওই বাক্যটার মানে বুঝে নিতে হবে। বোঝা না গেলে, ওই বাক্যটাই আবার পড়তে হবে। পরের বাক্যটা পড়া চলবে না।
- বাক্যের মধ্যে এক একটা অংশের পরে কমা চিহ্ন থাকতে পারে । কমা চিহ্ন থাকলে ওই অংশটা পড়ে একটু থেমে পরের অংশটা পড়তে হবে। তবেই বাক্যটার মানে বোঝা সহজ হবে।

বড় বড় বাক্য পড়ার সময় বাক্যের মূল অংশটার অর্থ বুঝে তারপরে ছোট ছোট অংশে ভেঙে এক এক করে পরের অংশগুলো পড়তে হবে।

একটা উদাহরণ দেখলে এটা স্পষ্ট হবে—

১. কবিতা বলেছিল যে ও বোলপুর গেলে মিতার জন্য কাঁচের চুড়ি কিনে এনে দেবে।

২. অমল বলল, ইস্কুল থেকে ফিরে ও রোজ ভাত খায়, কারণ সকালে ইস্কুল যাওয়ার আগে ও ভাত খাওয়ার সময় পায় না।

ওপরের বাক্যদুটোর তলায় দাগ দেওয়া অংশগুলো ভেঙে ভেঙে পড়তে হবে, তবেই অর্থটা বোঝা যাবে। অর্থ বুঝলে তবেই দেখবে, এক একটা বাক্য থেকে কত রকম প্রশ্ন হয় ও তার সঠিক উত্তর কেমন হয়—

	বাক্যের মূল অংশ	প্রশ্ন	উত্তর
১.	কবিতা বলেছিল	কী এনে দেবে?	চুড়ি এনে দেবে।
		কেমন চুড়ি?	কাঁচের চুড়ি।
		কার জন্য এনে দেবে?	মিতার জন্য।
		কী করে এনে দেবে?	কিনে এনে দেবে।
		কবে এনে দেবে?	বোলপুর গেলে।

২. অমল বলল	অমল রোজ কী খায়?	অমল রোজ ভাত খায়।
	কখন খায়?	ইস্কুল থেকে ফিরে খায়।
	কখন খায় না?	সকালে ইস্কুল যাওয়ার আগে খায় না ।
	কেন খায় না?	খাওয়ার সময় পায় না তাই।

অর্থ বুঝে পড়া শিখতে সর্বদা ধীরে ধীরে এক একটা করে বাক্য পড়া অভ্যেস করতে হবে। অর্থটা স্পষ্ট হল কিনা বোঝা যাবে যদি নিজেই এইভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে পার, ও তার উত্তরটাও বলতে পার। এইজন্য এবার কয়েকটা গল্প পড়ে তার থেকে কয়েকটা করে প্রশ্ন নিজেরাই তৈরি করো, দরকার হলে দিদিমণি বা অন্যদের সাথে আলোচনা করে, ও উত্তরগুলো লেখো। এটা করতে হবে নিজের ভাষায়, নিজের মতো করে ।

গল্প পড়ে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তর লেখো

নেকড়ে ও ভেড়া

রাতের অন্ধকারে এক নেকড়ে ঢুকেছিল মানুষের গ্রামে। সেখানে কুকুরেরা তাকে ঘিরে এমন কামড়েছিল যে তার প্রাণ যাওয়ার দশা হয়েছিল । কোনও রকমে প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিল সে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার শরীরে কুকুরের কামড়ের ঘা বিষিয়ে উঠল। নেকড়ের হাঁটাচলার উপায় রইল না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এক গাছতলায় গোঁজ হয়ে পরে রইল।

বিষিয়ে ওঠা ক্ষতের যন্ত্রণার ওপর ছিল পেটের টান। বেচারা খিদেয় খুবই কাতর হয়ে পড়েছিল। এমন সময় সে দেখতে পেল, খানিক দূর দিয়ে একটা ভেড়া চলে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে শিকার ধরবার উপায় নেই। তাই সে কাতর গলায় ভেড়াকে ডেকে বলল, ও ভাই, শুনছো, একবারটি এদিকে এসো। ডাক শুনে ভেড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এগিয়ে না এসে বলল, কি বলতে চাও বল — আমি এখান থেকেই শুনতে পাব। নেকড়ে বলল, ভাই, ক্ষুধা পিপাসায় বড্ড কাতর হয়ে পড়েছি। তুমি যদি দয়া করে সামনের ঝরনা থেকে সামান্য জল এনে দাও, প্রাণটা বাঁচে। খাবারের ব্যবস্থা আমার কাছেই রয়েছে। শুনে

ভেড়া বলল, ভাই, তোমার পিপাসার জল দিতে গিয়ে প্রাণটা দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তুমি যে আমার ঘাড় ভেঙেই তোমার খাবারের ব্যবস্থা করতে চাইছ, তা আমি বুঝতে পারছি। এই বলে সে সেখান থেকে দৌড়ে চলে গেল।

মানে হলঃ কার কী বুদ্ধি তা বুঝে নিতে হয়।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

যেমন, প্রশ্ন — নেকড়েটার কী হয়েছিল?

উত্তর — একদল কুকুর নেকড়েটাকে ঘিরে ধরে কামড়েছিল। সেই কামড়ের ঘা বিষিয়ে উঠে নেকড়েটার প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়েছিল। সে হাঁটতে চলতে পারছিল না। একটা গাছের তলায় পড়ে ছিল। তার খাওয়ারও কিছু ছিল না।

এইভাবে আরও ৪-৫টা প্রশ্ন নিজেই ভেবে লেখো ও তার উত্তরটাও লেখো।

বোকা দাঁড়কাক

একদিন এক ক্ষুধার্ত কাক খাবার খুঁজে ফিরছিল। কোথাও কিছু না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে সে একটা ডুমুরগাছে এসে বসল। সে দেখল, গাছে প্রচুর ডুমুর ফলে আছে। ফলগুলো দেখে খুশি হয়ে দাঁড়কাক ভাবল, আঃ কত ফল! খেতেও নিশ্চয়ই সুস্বাদু। ভালই হল, পেট ভরে ডুমুর খাওয়া যাবে। তখন সে একটা ডুমুর ছিড়ে খেতে গিয়ে দেখল সেটা তখনও ভালভাবে পাকে নি। আর একটু নরম না হলে খাওয়া যাবে না। দাঁড়কাক ভাবল হয়ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই ফলগুলো পাকবে। এই ভেবে ফল পাকার আশায় সে ডুমুর গাছেই চোখ বুজে বসে রইল। আর কোথাও খাবারের খোজে গেল না।

সেই সময় গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। দাঁড়কাককে গাছের ওপর চোখ বুজে বসে থাকতে দেখে শেয়ালের কেমন সন্দেহ হল। সে কাককে ডেকে বলল, বলি ও ভাই দাঁড়কাক, তুমি ওখানে চুপচাপ বসে কি করছ? ব্যাপার কি? দাঁড়কাক বলল, ভাই, ডুমুর ফল খাবার আশায় বসে রয়েছি। একটু পরেই ডুমুর গুলো পাকবে, তখন পেট ভরে খাব।

দাঁড়কাকের কথা শুনে শেয়াল হেসে বলল, তুমি দেখছি খুবেই অলস! গাছের ডুমুর পাকবে, সেই পাকা ডুমুর খেয়ে তুমি খিদে মেটাবে, এই আশায় তুমি এখন থেকেই বসে রয়েছ। বলি ভায়া তোমার এই আশা কি পূরণ হবে?

মানে হলঃ ভবিষ্যতে সুখের আশা করে যারা বর্তমানে অলস হয়ে বসে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাদের নিরাশই হতে হয়।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

পেট আর পায়ের ঝগড়া

একদিন পেট আর পায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল, কার শক্তি বেশি তাই নিয়ে। পা, পেট কে বলছিল, কে তোমাকে বয়ে নিয়ে বেড়ায়? আমিই তো ! তা হলে আমারই শক্তি বেশি।

পেট বলে— বটে? কিন্তু আমি পেট, আমিই খাবার খেয়ে হজম করি, তোমার পুষ্টি যোগাই তাই তুমি হাঁটতে পারো। পা বলল— আমি হেটে খাবার জোগাড় করে আনি বলেই তো তুমি খাবার পাও। পেট বলল— আমিই তো তোমাকে হাটার শক্তি যোগাই। আমি শক্তি না জোগালে তুমি কি হাঁটতে পারতে?

মানে হলঃ অন্যের সাহায্য ছাড়া কেউ চলতে পারে না।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

মোরগ এবং চোর

কয়েকজন চোর একটা বাড়িতে চুরি করতে এসে একটিমাত্র মোরগ ছাড়া আর কিছুই পেল না। মোরগটাকে নিয়ে এসে যখন সেটা জবাই করতে গেল সে তখন তাদের কাকুতিমিনুতি করতে লাগল, বলল — আমাকে মেরো না ভাই, আমি লোকের উপকার করি। লোকেরা বেশি কাজ করার সুযোগ পাবে বলে ভোর হবার আগেই আমি তাদের ডেকে জাগিয়ে দিই।

একটি চোর বলল — আরে বোকা সেই জন্যেই তো তোকে আগে খতম করা আমাদের বেশি দরকার। তারা জাগলে যে চুরি করার সুযোগই পাব না।

মানে হলঃ ভাল লোক হলেও খারাপ লোকদের হাত থেকে রেহাই নেই।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

বুড়ির মুরগি পোষা

এক পাড়ায় এক বুড়ি বাস করত। সংসার চালানোর জন্য সে অনেকগুলো মুরগি পুষেছিল। মুরগিগুলো যে কয়েকটা ডিম পাড়ত সেগুলো বাজারে বিক্রি করে যা টাকা পেত, তাই দিয়েই মোটামুটি সে সংসার চালিয়ে নিত। মুরগিগুলোর মধ্যে একটা ছিল তার বড়ো আদরের। রোজ সকালেই সেই মুরগিটি একটি করে বড়ো ডিম দিত। তাই বুড়ি অন্যান্য মুরগির চাইতে ওটাকে বেশি আদরযত্ন করত। একটু বেশি করে দানাও দিত।

একদিন বুড়ি চিন্তা করল আমার আদরের মুরগিটিকে আমি যে দানা খেতে দিই তাতেই যদি সে রোজ একটা করে ডিম দেয়, ওর খাবার দানা দুগুণ করে দিলে ও নিশ্চয়ই দুটো করে ডিম দেবে, আর আমারও বেশি টাকা ঘরে আসবে।

এই ভাবে সেদিন থেকে বুড়ি মুরগিটির খাওয়ার মাত্রা দুগুণ করে দিল। তাতে মুরগিটি বেশি খাবার খেয়ে খেয়ে প্রথম তিনদিন আগেকার মতো করে ডিম দিল কিন্তু চতুর্থ দিন আর ডিম দিল না। আবার পঞ্চম দিন, সপ্তম দিন, নবম দিন ডিম দিল। শেষমেশ মুরগিটি তিন-চারদিন অন্তর অন্তর একটি করে ডিম দিতে লাগল। অবশেষে একেবারেই ডিম দেওয়া বন্ধ করে দিল। ডিম বন্ধ হতেই বুড়ির চক্ষু চড়কগাছ। বুড়ি নিজের কপাল চাপড়ে হায় হায় করতে লাগল আর বার বার বলতে লাগল — আমি বুদ্ধির দোষে লোভ করতে গিয়ে সব হারালাম।

মানে হলঃ অতি লোভের ফল খারাপ হয়।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

রক্তচোষা

একবার এক শেয়াল নদী পার হতে গিয়ে স্রোতের টানে এক খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও সে খাদ থেকে উঠে আসতে পারল না।

সেই খাদে অনেক জোঁক বাস করত। ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক শেয়ালের গায়ের রক্ত চুষতে শুরু করল, এমন সময় সেই পথ দিয়ে শজারু যাচ্ছিল। শেয়ালকে ওই অবস্তায় দেখে শজারুর মনে ভীষণ কষ্ট হল, শজারুটি বলল—ভাই শেয়াল, তোমার গা থেকে পোকা গুলো তুলে দিই, কেমন?

শেয়াল বলল—না, না, ভাই তা করতে যেও না।

শজারু বলল—না বলছ কেন ভাই?

শেয়াল বলল—না বলছি এই জন্যই যে এই জোঁকগুলো এতক্ষণে আমার রক্ত অনেক খেয়েছে, আর বেশি এরা টানতে পারবে না। এদের সরিয়ে নিলে, আর এক নতুন ঝাঁক জোঁক এসে আমার গায়ে লাগবে। তখন যে রক্তটুকু এখনও আমার বাকি আছে, তাও এই নতুন জোঁকগুলো শেষ করে দেবে।

মানে হলঃ কী করলে কী হয় ভেবে কাজ করো।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী

এক ধনী ব্যবসায়ী ছিল। তার ছিল প্রচুর ধন সম্পত্তি। আর ছিল অনেক লোকজন, ঝি-চাকর গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদি। তার একটা বড়ো কুকুরও ছিল। কুকুরটা ছিল খুবই প্রভুভক্ত। সে মনিবের সব লোকজনদের পাহারা দিত। কেউ কাজে ফাঁকি দিলে, জিনিসপত্র ভেঙে ফেললে বা চুরি করলে ঘেউঘেউ করে ডেকে মনিবকে জানিয়ে দিত। আর কুকুরটার প্রধান কাজ ছিল খুব ভোরে মোরগ ডেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সকলকে জাগিয়ে দেওয়া। ফলে লোকজনদের আর বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা চলত না। উঠে পড়তে হত সকাল না হতেই। আর উঠেই মনিবের কাজে লেগে যেতে হত—এত সকালে উঠে, শীত নেই, বর্ষা নেই কাজ করা যে কী কষ্ট। ব্যবসায়ীটির লোকলস্করদের আর সইছিল না। তারা মতলব আঁটছিল যে কীভাবে কুকুরটাকে জব্দ করা যায়! অনেক ভেবেচিন্তে শেষে তারা কুকুরটার খাবারে একদিন বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলল। তারা ভাবল — এবার বাঁচা গেল, রাত ভোর হবার আগে আর

তাদের উঠতে হবে না। কিন্তু এতে ফল হল উল্টো। মনিব বেজায় রেগে গেলেন। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তারপর একটা ব্যবস্থা নিলেন। রাত দ্বিপ্রহর থেকেই তিনি তার লোকজনদের উঠিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতেন। মিষ্টি মুখ করে বলতেন—ওরে তোরা উঠে পড়, রাত আর নেই। অনেক কাজ আছে, সব পড়ে আছে। কাজে লেগে যা সবাই।

মানে হলঃ মানুষের দুর্গতির জন্যে তার দুর্বুদ্ধিই দায়ী।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

একটি ষাঁড় ও একটি ব্যাঙ

জলার ধারে এক ব্যাঙ তার পরিবার নিয়ে বাস করত। সেই ব্যাঙের অনেকগুলো বাচ্চা ছিল। একদিন একটি ব্যাঙের বাচ্চা জলার পাশে স্যাঁতস্যাঁতে মাঠে ঘুরছিল। সেই মাঠে তখন একটি ষাঁড় চরছিল। বিশাল ষাঁড়টাকে দেখে বাচ্চা ব্যাঙটি প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরে সাহস করে দূর থেকে তাকে ভালো করে দেখতে লাগল। আর যতই তাকে দেখতে লাগল ততই সে অবাক হয়ে যেতে লাগল। তারপর এক সময় সে ঘরে ফিরে এল। ফিরে এসে ব্যাঙের বাচ্চাটি তার মাকে বলল— মা, মা, আজকে মাঠে আমি একটা বিরাট জানোয়ার দেখে এলাম। সে যে কত বড়ো আর মোটা তা না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না।

ব্যাঙ বাচ্চাটির মা তখন একটু অহঙ্কারের স্বরে বলল—অ্যাঁ, কি বললি? সে আমার চেয়েও বড়ো দেখতে? বাচ্চাটি হাসতে হাসতে বলল — তুমি কি বলছ, মা। তোমার চেয়ে সেই জানোয়ারটা অনেক অনেক গুণ বড়ো।

মাব্যাঙটি তখন তার পেটটা ফুলিয়ে বলল—'এই এত বড়ো?' বাচ্চা ব্যাঙটি হা হা করে হেসে বলল—তুমি তার একশো ভাগের এক ভাগও না। মা ব্যাঙটি তখন তার পেটটা আরও ফুলিয়ে বলল — এবার! বাচ্চা ব্যাঙটি তখন হাসতে হাসতে বলল — 'মা, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও তার মত বড়ো হতে পারবে না। বাচ্চা ব্যাঙটির এই কথা শুনে মা-ব্যাঙটি রেগেমেগে

তার পেটটা আরও বড়ো করে ফুলোতে লাগল আর ওমনি ফটাস করে ফেটে গেল তার পেটটা। মা-ব্যাঙটি মারা গেল।

মানে হলঃ অহঙ্কার করা কোনও সময়ই উচিত নয়।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

মা-কাঁকড়ার উপদেশ

জলার ধারে এক কাঁকড়া তার পরিবার নিয়ে বসবাস করত। মা-কাঁকড়ার অনেকগুলো বাচ্চা ছিল। বাচ্চারা জলার ধারে সারাদিন খেলা করে বেড়াত। তারপর সন্ধে হলে তারা ঘরে ফিরে আসত। মা-কাঁকড়া তার বাচ্চাদের সবসময় নানারকম উপদেশ দিত। কী করে ভালো হয়ে চলতে হয়, কী করে বড়ো হতে হয়, কী করে ভালো হওয়া যায়, এইসব পইপই করে মা-কাঁকড়া তার বাচ্চাদের শেখাত। বাচ্চারাও মা-কাঁকড়ার কথামতো চলত।

একদিন মা-কাঁকড়া তার ছেলেকে বলল, 'শোন, একটা কথা বলি, কখনও পিছনের দিকে হাঁটবি না। আর কখনও ভিজে পাথরের গায়ে গা ঘষবি না। বুঝলি?' ছেলেটি বলল, 'বুঝেছি মা। তবে তুমি নিজে একবার সামনে হেঁটে দেখাও না মা, তাই দেখে আমি আমি সামনের দিকে হাঁটা শিখব।' মা-কাঁকড়া ছেলের এই বুদ্ধি দেখে মনে মনে তারিফ করল। আর মনে মনে ভাবল ছেলে তো বেশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে।

মানে হলঃ শুধু উপদেশের চেয়ে করে দেখানো অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

কয়েকদিনের সুখের গল্প

এক বাগানে একটি গোলাপ গাছ ছিল। সেই গোলাপ গাছটির পাশেই ছিল একটি অমরত্ব গাছ। দুজনেই পাশাপাশি বেড়ে উঠেছিল। আর দুজনের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব। একদিন অমরত্ব গাছটি গোলাপকে ডেকে বলল, 'ভাই গোলাপ, তুমি কি সুন্দরই না দেখতে, আর তোমার সুগন্ধে মনটা ভরে যায়

আমার। তুমি মানুষ ও দেবতা সকলেরই প্রিয়। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাই।'

গোলাপ তখন মৃদু হেসে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। তবে, আমার এই জীবন অতি ক্ষণস্থায়ি। আর গাছ থেকে আমায় কেউ না ছিঁড়লেও আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শুকিয়ে যাই, অথচ তুমি কেবলই বিকশিত হও; তুমি এখনও যেমন, পরেও ঠিক তেমনই থাকো। আমার মনে হয় কয়েকটা মাত্র দিনের সুখ ভোগ করে মরে যাওয়ার চেয়ে অতি অল্পে সন্তুষ্ট থেকে দীর্ঘকাল শান্তিতে বেঁচে থাকা অনেক ভালো।'

মানে হলঃ কয়েকদিনের সুখের চেয়ে সুদীর্ঘ শান্তির জীবন অনেক ভালো।

অনুশীলন: গল্পটা থেকে ৪-৫টা করে প্রশ্ন তৈরি করো ও উত্তরগুলো লেখো।

4.4 ইংরেজি পাঠ: কয়েকটি সাধারণ শব্দ জানা, পড়া, বলা

1. চারপাশের ব্যক্তি ও বস্তুকে বলা হয়

I	আই*	আমি	my	মাই*	আমার
me	মী	আমাকে	mine	মাইন্	আমার
you	ইউ	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদেরকে	your	ইয়র্	তোমার, তোমাদের
yours	ইয়র্স	তোমার, তোমাদের			
he	হি	ও (ছেলে)	she	শি	ও (মেয়ে)
his	হিস্z	ওর (ছেলে)	her	হ্যর্	ওর, ওকে (মেয়ে)
him	হিম্	ওকে (ছেলে)	hers	হ্যর্স	ওর (মেয়ে)
we	উয়ি	আমরা	our	আওয়র্	আমাদের
us	আস্	আমাদেরকে	ours	আওয়রস	আমাদের
they	দে	ওরা	their	দেয়্যর্	ওদের
them	দেম্	ওদেরকে	theirs	দেয়্যর্স	ওদের
this	দিস্	এই, এইটা, এইটাকে, এইটাতে	it	ইট্	এইটা, এইটাকে, এইটাতে
that	দ্যাট্	ওই, ওইটা	its	ইট্স	এইটার
these	দীইস্z	এই, এইগুলো, এইগুলোকে, এইগুলোতে	those	দোওস্z	ওই, ওইগুলো, ওইগুলোকে, ওইগুলোতে

মনে রাখো:

*আই ও মাই-এর উচ্চারণ অনেকটা আয় ও মায়-এর মতো হবে। I-এর অর্থ বলা হয়েছে আমি। কিন্তু কোনো কোনো ইংরেজি বাক্যের গঠন অনুসারে I-এর অর্থ আমার, বা আমাকে হয়ে যেতে পারে। একইভাবে he/she-এর ক্ষেত্রেও বাক্যগঠন অনুসারে অর্থ হতে পারে ওর, বা ওকে ।

লক্ষ করো:

ওপরে দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটি ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ করলে অনেকরকম অর্থ হচ্ছে। আবার, কয়েকটি শব্দের দেখা যাচ্ছে একই অর্থ হচ্ছে। এর কারণ, ইংরেজিতে বিভিন্ন বাক্যে একই শব্দের প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হতে পারে। তাই, ইংরেজি শব্দগুলির সঠিক অর্থ বাক্যে প্রয়োগ থেকেই বুঝে নিতে হয়; খেয়াল রাখতে হয় কখন কোন অর্থে

একটি শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে।

কোনো কোনো ইংরেজি শব্দের উচ্চারণে বাংলার স-এর পরে বা জ-এর বদলে z দিয়ে বোঝানো হয়েছে উচ্চারণ হবে z-এর মতো।

2. প্রশ্ন করতে ব্যবহার হয়

what	where	who	whose	when	which
হোয়ট্	হোয়্যার্	হু	হুসz	হোয়েন্	হুয়িচ্
কি	কোথায়	কে	কার	কখন	কোনটা
how	why	whom			
হাও	হোয়াই	হুম্			
কীভাবে	কেন	কাকে			

3. অবস্থান বোঝাতে ব্যবহার হয়

here	there	now	then	up	down
হিয়্যর্	দেয়্যর্	নাও	দেন্	আপ্	ডাউন্
এখানে	ওখানে	এখন	তখন	উপরে	নিচে

মনে রাখো: there শব্দটি অন্য আরেক অর্থেও বাক্যে ব্যবহার হয়—অনির্দিষ্টভাবে কোনো কিছু আছে, ছিল, বা থাকবে বোঝাতে। বাক্যে এই ধরনের ব্যবহার আমরা পরে দেখব।

লক্ষ্য করো: আগের their আর এই there-এর পার্থক্য।

4. কয়েকটি সাধারণ বস্তুর ইংরেজি নাম (যার সংখ্যা গোনা যায়)

একটি হলে			**একের বেশী হলে**		
name	নেম্	নাম	names	নেম্সz	নামগুলো
book	বুক্	বই	books	বুক্স	বইগুলো
pencil	পেন্সিল্	পেনসিল	pencils	পেন্সিল্স	পেনসিলগুলো
bag	ব্যাগ্	ব্যাগ্	bags	ব্যাগ্স	ব্যাগগুলো
table	টেবল্	টেবিল	tables	টেবল্স	টেবিলগুলো
chair	চেয়র্	চেয়ার	chairs	চেয়র্স	চেয়ারগুলো
village	ভিলেজ্	গ্রাম	villages	ভিলেজস্	গ্রামগুলো

school	স্কুল্	ইস্কুল	schools	স্কুল্স	ইস্কুলগুলো
house	হাউস্	বাড়ি	houses	হাউসেস্z	বাড়িগুলো
girl	গ্যর্ল	মেয়ে	girls	গ্যর্লস্	মেয়েরা
boy	বয়	ছেলে	boys	বয়স্z	ছেলেরা
teacher	টিচ্যর্	শিক্ষক	teachers	টিচ্যর্স	শিক্ষকরা
student	স্টুডন্ট	ছাত্র	students	স্টুডন্টস	ছাত্ররা
story	স্ট্যরী	গল্প	stories	স্ট্যরীস্z	গল্পগুলি
elephant	এলিফ্যন্ট	হাতি	elephants	এলিফ্যন্টস	হাতিগুলো
dog	ডগ্	কুকুর	dogs	ডগ্সz	কুকুরগুলো
cat	ক্যাট্	বিড়াল	cats	ক্যাট্স	বিড়ালগুলো
bird	ব্যর্ড	পাখি	birds	ব্যর্ডস্	পাখিগুলো
road	রোড্	রাস্তা	roads	রোড্সz	রাস্তাগুলো
biscuit	বিস্কিট	বিস্কুট	biscuits	বিস্কিটস্	বিস্কুটগুলো
tree	ট্রী	গাছ	trees	ট্রীস্z	গাছগুলো
flower	ফ্লাওয়র্	ফুল	flowers	ফ্লাওয়র্সz	ফুলগুলো
ball	বল্	বল্	balls	বল্সz	বলগুলো
leaf	লীফ্	পাতা	leaves	লীভ্সz	পাতাগুলো

মনে রাখো: সংখ্যায় একের বেশী হলে এগুলির ক্ষেত্রে শব্দটির শেষে সাধারণত -s যোগ হয়। কখনো অন্য রকমও হয়, যেমন, শব্দের শেষে -es যোগ হয়.। আরো কিছু অন্য রকমও হয়। অন্যান্য রকমগুলি পরে দেখানো হবে।

5. কয়েকটি বিশেষ ইংরেজি নাম (যার সংখ্যা হয় না)

water	ওয়ট্যর্	জল	light	লাইট্	আলো
sky	স্কায়	আকাশ	Sun	সান্	সূর্য
Moon	মূন্	চাঁদ	football	ফুট্বল্	খেলার নাম
rice	রাইস্	চাল (ভাত)	fever	ফীভর্	জ্বর
Bengali	বেঙ্গলি	বাংলা ভাষা	English	ইংলিশ্	ইংরেজি ভাষা

মনে রাখো: এগুলির কোনো সংখ্যা হয় না। তাই এই ধরনের বস্তু বা বিষয় হলে -s বা -es যোগ দিতে হয় না।

6. চারপাশে যা কিছু আছে সেগুলির বিশেষ ধরনটির নাম, ওই ধরনের যাবতীয়, তার মধ্যে যে কোনো একটি, বা কোনো বিশেষ একটিকে নির্দেশ করতে ব্যবহার হয় a, an, আর the

ধরনটির নাম	book বুক্	dog ডগ্	elephant এলিফ্যন্ট
ওই ধরনের যাবতীয়কে বলা হবে	books বুক্স	dogs ডগ্সz	elephants এলিফ্যন্টস
ওই ধরনের যে কোনো একটিকে বলা হবে	a book অ্য বুক্	a dog অ্য ডগ্	an elephant অ্যান এলিফ্যন্ট
ওই ধরনের কোনো বিশেষ একটিকে নির্দিষ্ট করে বলা হবে	the book দ্য বুক্	the dog দ্য ডগ্	the elephant দি এলিফ্যন্ট

মনে রাখো:

1. অনেকগুলো বস্তুর মধ্যে কোনো একটি বস্তুর ধরনটিকে নির্দিষ্ট করতে আগে তার একটা নাম দেওয়া হয়, তারপর সেই ধরনের যাবতীয় বস্তুদের একটি শ্রেণী হিসেবে বোঝাতে নামটির শেষে -s যোগ করা হয়। এবার, ওই শ্রেণী (বা ধরনটির) যেকোনো একটি বস্তুকে নির্দেশ করতে ধরনটির নামের আগে a বা an বসাতে হবে, আর কোনো একটি বস্তুকে নির্দিষ্ট করতে নামটির আগে theবসাতে হবে।
2. পরের শব্দটির উচ্চারণে প্রথমে a, e, i, o, বা u থাকলে a-র বদলে হবে an, আর the-র উচ্চারণ হবে দি।
3. কোনো বিশেষ ধরনের যাবতীয় বস্তুকে বোঝাতে ধরনটির নামের শেষে -s যোগ করা হয়, যেমন, dogs, cats, elephants, animals ইত্যাদি। কিন্তু, কোনো বস্তুকে যদি সাধারণত সমষ্টিগত ভাবেই বলা হয়, তাহলে আর ধরনটির নামের শেষে -s বসবে না, যেমন, fish। সাধারণ ভাবে তাই fishes হয়না। একমাত্র আগে কোনো একের বেশী সংখ্যা দিয়ে এই শ্রেণীর বস্তুর একাধিক সংখ্যা বললে শেষে -s যোগ হবে যেমন, ten fishes।
4. আমরা বলেছি অনেকগুলি বস্তুর মধ্যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করতে বস্তুটির নামের আগে the বসাতে হয়। কিন্তু, অনির্দিষ্টভাবেও the-এর প্রয়োগ হয়, কোনো শ্রেণীর বস্তুগুলির এক কাল্পনিক প্রতিভূকে নির্দেশ করতে, যেমন, The dog is an animal.। খেয়াল রাখতে হবে এছাড়া আরো কিছু ক্ষেত্রেও the বসে, যেমন, the sky, the stars, the Sun, the Moon, ইত্যাদি।

7. অনুরোধ করতে, এবং হ্যাঁ ও না বলতে ব্যবহার হয়

please প্লীস্‌z অনুরোধ	yes ইয়েস্‌ হ্যাঁ	no নো না, নেই	not নট্‌ নয়

8. শব্দ জুড়ে অর্থ

this book এই বইটা	that book ওই বইটা	my book আমার বই	your book তোমার বই
his pencil ওর পেনসিল	her pencil ওর পেনসিল	that pencil ওই পেনসিলটা	this pencil এই পেনসিলটা
that house ওই বাড়িটা	this house এই বাড়িটা	your house তোমার বাড়ি	my house আমার বাড়ি
his school ওর ইস্কুল	her school ওর ইস্কুল	their school ওদের ইস্কুল	our school আমাদের ইস্কুল
my name আমার নাম	your name তোমার নাম	his name ওর নাম	her name ওর নাম
these trees এই গাছগুলো	those trees ওই গাছগুলো	these flowers এই ফুলগুলো	those flowers ওই ফুলগুলো
those boys ওই ছেলেগুলো	these girls এই মেয়েগুলো	those chairs ওই চেয়ারগুলো	these books এই বইগুলো
that dog ওই কুকুরটা	this dog এই কুকুরটা	their village ওদের গ্রাম	their house ওদের বাড়ি
our teacher আমাদের শিক্ষক	their teacher ওদের শিক্ষক	his teacher ওর শিক্ষক	her teacher ওর শিক্ষক

9. a, the, ও no, not ব্যবহারের মানে

a pencil একটা পেনসিল (যেকোনো)	the pencil পেনসিলটা	two pencils দুটো পেনসিল	three pencils তিনটে পেনসিল
that pencil ওই পেনসিলটা	this pencil এই পেনসিলটা	these two pencils এই দুটো পেনসিল	those three pencils ওই তিনটে পেনসিল

book**s** বই	One book একটা বই	two books দুটো বই	three books তিনটে বই
a book একটা বই	the book বইটা	these two books এই বই দুটো	those two books ওই বই দুটো
no books বই নেই	not the book বইটা নয়	not that book ওই বইটা নয়	not these books ওই বইগুলো নয়
flowers ফুল	a flower একটা ফুল	one flower একটা ফুল	two flowers দুটো ফুল
the flower ফুলটা	that flower ওই ফুলটা	these flowers এই ফুলগুলো	those flowers ওই ফুলগুলো
no flowers ফুল নেই	not a flower ফুল নয়	not this flower এই ফুলটা নয়	not these two flowers এই দুটো ফুল নয়

মনে রাখো: যা কিছুর সংখ্যা গোনা যায় তাকে সাধারণভাবে বলতে ইংরেজি শব্দটার শেষে সর্বদা -s বা -es বসে। কিন্তু নির্দিষ্ট একটা হলে ওই -s বা -es টা থাকবে না। লক্ষ করো, বলা হয় book**s,** no books, flowers, no flowers, a book, the flower, not that flower । কিন্তু those books, these two flowers, not those flowers ।

4.5 ইংরেজি পাঠ: টানা হাতে ইংরেজি লেখা

আমরা শিশুদের ইংরেজি বর্ণ (অক্ষর) গুলো চিনিয়েছি ছাপার হরফে। কিন্তু টানা হাতে লেখার সময় এগুলো অন্যরকম দেখতে হয়ে যায়। কেমন হয় তা নিচের ছবিতে দেখানো হল। এইভাবে এক একটা বর্ণ লেখা দু-তিনবার অভ্যেস করে নিতে হবে। মনে রেখো, একদম যে এই রকমই লিখতে হবে তা নয়। প্রত্যেকেরই হাতের লেখার নিজস্ব ধরন হয়, যার যেভাবে লিখতে সুবিধা। তাই এগুলো মোটামুটি একটা আন্দাজ হিসাবে দেখে নিলে বোঝা যাবে কীভাবে লেখা যেতে পারে।

এইভাবে লেখার কারণ, যাতে আমরা একটানে লিখে যেতে পারি, পেনসিল না তুলে (একমাত্র t-এর মাথা কাটা বা i-এর ওপরে ফুটকি দেওয়া ছাড়া। তাই চেষ্টা করো বর্ণগুলো এক টানে লেখা।

অনুশীলন: অভ্যেস করো ছোট হাতের বর্ণগুলো একটা একটা করে লেখা

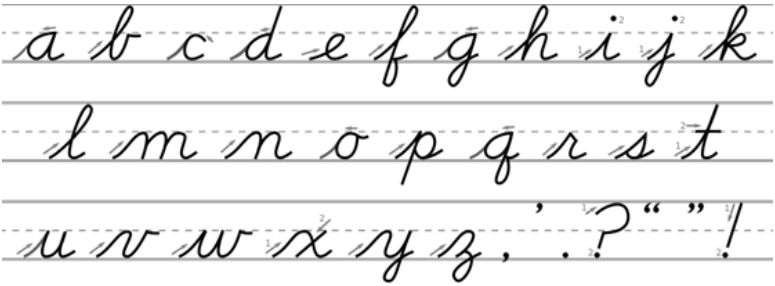

অনুশীলন: অভ্যেস করো বড় হাতের বর্ণগুলো একটা একটা করে লেখা

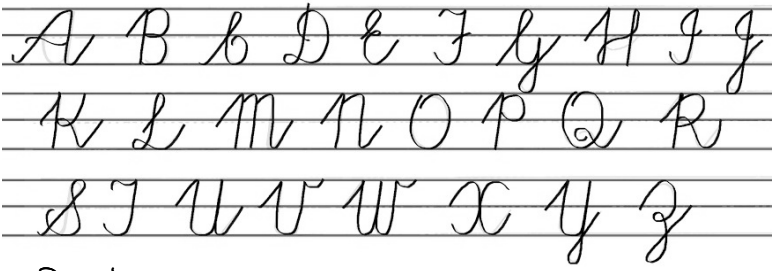

অনুশীলন: টানা হাতে লেখার অভ্যেস করো

this book	that book	my book	your book
his pencil	her pencil	that pencil	this pencil
that house	this house	your house	my house
his school	her school	their school	our school

my name	your name	his name	her name
these trees	those trees	these flowers	those flowers
those boys	these girls	those chairs	these books
that dog	this dog	their village	their house
our teacher	their teacher	his teacher	her teacher
a pencil	the pencil	two pencils	three pencils
that pencil	this pencil	these two pencils	those three pencils
books	One book	two books	three books
a book	the book	these two books	those two books
no books	not the book	not that book	not these books
flowers	a flower	one flower	two flowers
the flower	that flower	these flowers	those flowers
no flowers	not a flower	not this flower	not these flowers

This book.	My book.	Our book.	Our school.
That flower.	Those two flowers.	No flowers.	Not a flower.

নিচের এই লেখাটা সম্পূর্ণ করে এটাই বার বার লিখে অন্তত দশ পাতা টানা হাতে লেখা অভ্যেস করতে হবে।

My name is ..... . I live in ..... village. It is near ..... town in .....district.
My father's name is ..... .
and my mother's name is ..... .
I go to school.

4.6 অঙ্ক পাঠ: 100 পর্যন্ত সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন

1. সংখ্যাটা পাশে লেখো

চুয়াল্লিশ		আটাত্তর		ঊনসত্তর		বাইশ	
সাঁইত্রিশ		ঊনত্রিশ		তিয়াত্তর		তেতাল্লিশ	
ছাপ্পান্ন		ঊনিশ		সাতচল্লিশ		সাতাশি	
আটচল্লিশ		ছত্রিশ		নিরানব্বই		একষট্টি	
তিরাশি		সাতানব্বই		পয়ত্রিশ		তিপ্পান্ন	
ঊননব্বই		সাতান্ন		বিরাশি		ঊনষাট	

2. কথায় লেখো সংখ্যাটা কত

87		35		98		71	
78		53		89		47	
32		76		56		74	
23		67		86		92	
89		34		65		99	
98		43		68		49	

3. সংখ্যাটার দশের ঘর ও একের ঘর ভেঙে পাশে লেখো

88	80+8	35	30+5	34	30+4	65	60+5
72		53		89		45	
36		76		56		77	

29		67		86		54	
37		34		65		99	
98		43		68		49	

4. সংখ্যাগুলো সাজাও ছোট থেকে বড় করে (কমা দিয়ে লিখে)

23, 32,12, 30	12, 23, 30, 32	62, 29, 52, 19	19, 29, 52, 62
54, 37, 28, 82		32, 22, 42, 48	
98, 89, 79, 65		67, 56, 62, 75	
78, 63, 33, 57		72,45, 67, 80	

5. সংখ্যাগুলো সাজাও বড় থেকে ছোট করে (কমা দিয়ে লিখে)

23, 22, 30, 35	35, 30, 23, 22	19,72, 29, 62,	
74, 37, 28, 82		29, 22, 52, 27	
98, 29, 79, 65		17, 56, 72, 75	
38, 63, 33, 57		72,85, 67, 80	

6. পাশের ঘর দুটোতে লেখো — কোন সংখ্যাটা বড় ও কতটা বড় (হাতে গুনে বার করো)

		বড় সংখ্যা	কত বড়
8	5	8	3
12	17		
19	11		
22	27		

		বড় সংখ্যা	কত বড়
12	27		
21	19		
27	32		
56	59		

32	29		
35	46		
42	51		
29	33		

89	79		
92	89		
78	87		
65	56		

7. পাশের ঘর দুটোতে লেখো — কোন সংখ্যাটা ছোট ও কতটা ছোট (হাতে গুনে বার করো)

		ছোট সংখ্যা	কত ছোট
7	9		
12	21		
37	39		
65	56		
67	76		
45	54		
23	32		
78	87		

		ছোট সংখ্যা	কত ছোট
26	16		
32	42		
37	31		
22	32		
99	89		
45	55		
77	68		
59	69		

8. পাশের ঘর দুটোতে লেখো — ঠিক আগের সংখ্যাটা আর পরের সংখ্যাটা

	আগের সংখ্যা	পরের সংখ্যা
14	13	15
20		
39		

	আগের সংখ্যা	পরের সংখ্যা
27	26	28
29		
30		

88		
99		
57		
60		
69		

80		
95		
48		
61		
59		

9. চারটে করে সংখ্যা দেওয়া আছে। পর পর সংখ্যাগুলো কত করে বেড়েছে পাশে লেখো ও ঠিক সেইভাবে বাড়িয়ে পর পর আরও পাঁচটা সংখ্যা পাশে লেখো (হাতে গুনে বার করো)

				কত করে বেড়েছে	পর পর আরও পাঁচটা সংখ্যা লেখো				
12	15	18	21	3	24	27	30	33	36
22	27	32	37						
51	55	59	63						
27	34	41	48						
18	27	36	45						
12	22	32	42						
2	12	22	32						
73	75	77	79						
25	33	41	49						
11	20	29	38						
5	15	30	45						

4.7 অঙ্ক পাঠ: 100 পর্যন্ত সংখ্যার সহজ যোগ ও বিয়োগ

যোগ করো (আগে একের ঘরের যোগ, তারপর দশের ঘরের যোগ করবে)

	A.	B.	C.	D.	E.
1	22 +27	37 +11	32 +45	54 +15	37 +12
2	17 +62	11 +18	78 +21	55 +23	23 +56
3	42 +37	32 +32	84 +15	67 +21	37 +61
4	87 +12	55 +11	75 +22	63 +32	89 +10
5	27 +52	42 +42	39 +20	80 +19	57 +12
6	22 +77	78 +21	32 +67	48 +51	42 +21

বিয়োগ করো (আগে একের ঘরের, তারপর দশের ঘরের বিয়োগ করবে)

	A.	B.	C.	D.	E.
1	22 –11	38 –17	38 –26	45 –15	22 –12
2	42 –31	56 –55	78 –18	93 –11	78 –58
3	22 –10	65 –55	76 –15	97 –87	77 –27
4	56 22	73 71	68 44	32 21	55 43
5	45 –15	74 –23	37 –16	81 –70	32 –21
6	63 –53	74 –54	97 –56	61 –20	37 –26

সংযোজন

যাচাই করা — শিশুর কোন্ ধাপের শেখা কেমন হল

তৃতীয় ধাপের শেষে

বাংলা—কী পারার কথা		**কী দেখতে হবে**
1	হসন্ত চিহ্ন চেনা; বর্ণে হসন্ত থাকলে কেমন উচ্চারণ হয়	পাঠ 3.1 হসন্ত দেওয়া থাকলে ব্যঞ্জন বর্ণটার শেষে 'অ' বা 'ও' ধ্বনি আসবে না। কয়েকটা শব্দ স্লেটে লিখে দিয়ে দেখো শিশু পড়তে পারে কিনা।
2	যুক্তবর্ণকে হসন্ত চিহ্ন দিয়ে ভেঙে বোঝা	পাঠ 3.2 হসন্ত চিহ্ন তুলে দিলে যুক্তবর্ণ হয়। কয়েকটা শব্দ স্লেটে লিখে দিলে শিশু পড়তে পারে কি?
3	'রেফ' ও 'ফলা' চিহ্ন চেনা, উচ্চারণ ও বাক্য পাঠ	পাঠ 3.3 'রেফ' চিহ্ন বর্ণের আগে, কিন্তু 'ফলা' চিহ্ন বর্ণের পরে উচ্চারণ হয়। বইয়ে দেওয়া পাঠগুলো বানান করে টানা পড়তে পারছে কি?
4	ব্যঞ্জন বর্ণের যুক্তবর্ণ চেনা, শব্দে পড়া, ও লেখা	পাঠ 3.4 কয়েকটা শব্দ স্লেটে লিখে দিয়ে দেখো শিশু পড়তে পারে কিনা। লেখা এখনই তেমন ভাল না হলেও চলবে।
ইংরেজি—কী পারার কথা		**কী দেখতে হবে**
5	বইয়ে বলে দেওয়া আছে, বর্ণের নাম কিন্তু তার উচ্চারণ ধ্বনি নয়	পাঠ 3.6.1 ইংরেজি বর্ণের নাম ও উচ্চারণ ধ্বনি যে আলাদা এটা কি শিশুদের ভাল করে বলা হয়েছে— যেমন, a-য়ের উচ্চারণ 'এ' নয়, 'অ্যা ', p-য়ের উচ্চারণ 'পি' নয় 'প্', b দেখলে পড়তে হয় 'ব্'।
6	ইংরেজি ব্যঞ্জন বর্ণের যুক্ত উচ্চারণ	পাঠ 3.6.2 ইংরেজি শব্দ বলায় জিভের জড়তা কেটেছে কিনা দেখা — স্কুল, ব্রাদার, ক্লাস, স্ট্যান্ড, ব্লো, ফ্লাওয়ার ইত্যাদি বলতে পারছে কি?
7	ইংরেজি ব্যঞ্জন বর্ণের আগে বা পরে স্বরবর্ণ, a, e, i, o, u-য়ের যুক্ত উচ্চারণ	পাঠ 3.6.3 থেকে 3.6.13 শিশুদের কি বোঝানো হয়েছে যে ইংরেজি ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে স্বরবর্ণগুলোর যুক্ত উচ্চারণ বাংলার কার-চিহ্নের মতোই। কিন্তু a, e, i, o, u -য়ের উচ্চারণ ধ্বনিগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে। এমনটা যে হয় তা কি শিশুরা মোটামুটি জেনেছে?
অঙ্ক—কী পারার কথা		**কী দেখতে হবে**
8	কাঠি গুনে 20 পর্যন্ত সংখ্যার সহজ বিয়োগ	পাঠ 3.8 বিয়োগ চিহ্ন – ও সমান চিহ্ন = কি চেনা হয়েছে? স্লেটে কাঠি দিয়ে গুনে একটা বিয়োগ দেখাও।

9	হাতের কর গুনে 20 পর্যন্ত সংখ্যার বিয়োগ	পাঠ 3.9 শিশু হাতের কর গুনে একটা বিয়োগ করে দেখাবে ও কীভাবে করল তা বুঝিয়ে বলবে।
10	ওপরে-নিচে দুটো সংখ্যা লিখে সহজ বিয়োগ	স্লেটে লিখে একটা সহজ বিয়োগ (হাতে না নিয়ে) করো।
11	100 পর্যন্ত সংখ্যা বলা, চেনা, বোঝা, ও লেখা	পাঠ 3.10 সংখ্যা লেখায় দুটো অঙ্ক থাকলে বাঁদিক থেকে প্রথম অঙ্কটা বোঝায় সংখ্যাটাতে কটা দশ আছে ও তার পাশের অঙ্কটা বোঝায় কটা এক আছে। শিশু এটা কি বুঝেছে? সংখ্যা পড়ে বলতে ও লিখতে কি পারছে?
চতুর্থ ধাপের শেষে		
বাংলা—কী পারার কথা		**কী দেখতে হবে**
1	বানান না করে টানা পড়া	পুস্তিকায় দেওয়া গদ্য থেকে কয়েক লাইন টানা পড়তে পারছে কি? মোটামুটি পারলেই হবে।
2	ঠিকভাবে পেনসিল ধরে টানা হাতে লেখা	কাগজ পেনসিলে কয়েক লাইন লিখে দেখাও। পাঠ 4.2: পুস্তিকায় দেওয়া দশ পাতা হাতের লেখা কি যত্ন করে করা হয়েছে? ওই দশ পাতা দেখাও।
3*	অর্থ বুঝে বাক্য পড়া*	পাঠ 4.3 গড়গড় করে একটানে না পড়ে বাক্য ভেঙে ভেঙে পড়ে অর্থ বার করতে পারছে কি? প্রশ্ন-উত্তর (Reading comprehension) করতে পারে কি?
ইংরেজি—কী পারার কথা		**কী দেখতে হবে**
4	কয়েকটা সাধারণ ইংরেজি শব্দ	পাঠ 4.4 থেকে পড়া ধরতে হবে। a, an, the-য়ের তফাৎ জানে কি?
5	শব্দ জুড়ে অর্থ	this boy, that girl, my book, her bag ইত্যাদির অর্থ বলতে পারে কি?
6	টানা হাতে লেখা	পাঠ 4.5 :দশ পাতা হাতের লেখা কি করেছে? কাগজ পেনসিলে কয়েক লাইন লিখে দেখাও।
অঙ্ক—কী পারার কথা		**কী দেখতে হবে**
7	100 পর্যন্ত সংখ্যার অনুশীলন	পাঠ 4.6 অনুশীলন (1 থেকে 9) করতে পারছে কি?
8	100 পর্যন্ত সংখ্যার সহজ যোগ ও বিয়োগ	পাঠ 4.7 ওপরে-নিচে দুটো সংখ্যা লিখে সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে কি?

*ভাল করে শেখানো খুব দরকার। এটাই হল লেখাপড়া– লেখা পড়ে মানে বুঝতে পারা।